



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি

কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

www.dphe.gov.bd

মুখবন্ধ

জাতির পিতা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের সকল মানুষের জন্য পানি, স্যানিটেশন, হাইজিন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হল- “পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও সুদৃঢ়করণ”। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে পানির গুণগতমান নিশ্চিত করতে প্রতি জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে খাবার পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে চলেছে। পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরে বিগত দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে যা জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে প্রশংসিত হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মপরিধি এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।


(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচিতি	
১.১	পরিচিতি ও পটভূমি	১
১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
১.৩	প্রধান কার্যক্রম/সেবাসমূহ	১
১.৪	প্রশাসনিক কাঠামো	২
১.৫	জনবল	৩
১.৬	পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ	৩
১.৭	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	৪
১.৮	নাগরিক সনদ	৫
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	
২.১	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৮
২.২	অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)	৯
২.৩	সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)	১০
২.৪	জনবল	১১
২.৫	পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ	১৬
৩.০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালা	
৩.১	নীতিমালা	১৬
৩.২	ম্যানুয়াল	১৮
৪.০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য	
৪.১	বাজেট	১৯
৪.২	আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা	২২
৫.০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি	
৫.১	চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৩
৬.০	তথ্য প্রাপ্তি ও আপীল সংক্রান্ত তথ্য	
৬.১	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম	৩২
৬.২	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য	৩২

৬.৩	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩৩
৬.৪	আপীল আবেদনের জন্য আপীল আবেদনপত্র ফরম	৩৩
৬.৫	আপীল আবেদনের তথ্য	৩৩
৬.৬	তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষ	৩৩
৬.৭	বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৩৪
৬.৮	ই-ডাউনলোড	৩৪
৭.০	২০২০-২০২১ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত গ্রামীণ ও পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম	
৭.১	গ্রামীণ পানি সরবরাহ	৩৬
৭.২	পৌর পানি সরবরাহ	৩৭
৭.৩	গ্রামীণ স্যানিটেশন	৩৮
৭.৪	পৌর স্যানিটেশন	৩৯
৮.০	পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম	৪০
৯.০	গৃহীত কার্যক্রম সমূহ	
৯.১	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন কার্যক্রম	৪২
৯.২	মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রম	৪৩
১০.০	গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৩-৪৮
১১.০	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	
১১.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৮
১১.২	PEDP	৫০
১১.৩	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা)	৫০
১১.৪	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কৌশল	৫১
১২.০	দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প	৫৩-৫৫
১৩.০	APA (Annual Performance Agreement)	৫৫-৫৭
১৪.০	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিশিষ্ট	৫৭-৬০
		৬১
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পসমূহের আওতাভুক্ত জেলা ও পৌরসভাসমূহের ম্যাপ	৬৬-৭১

১.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) পরিচিতি

১.১ পরিচিতি ও পটভূমি

নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯২৪ সালে ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমানে ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতিত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংস প্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনর্বাসনের গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে অত্র দপ্তর পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরি সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। পৌরসভাসমূহে ডেনেজ, ফোকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর করে যাচ্ছে। এছাড়া বন্যা, সাইক্লোন, মহামারী, উদ্ভাস্তু সমস্যা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- * পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতিত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ডেনেজ, ফোকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ নিশ্চিত করা।
- * নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্য

- * প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
- * দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

১.৩ প্রধান কার্যক্রম / সেবাসমূহ:

- * ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতিত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

(পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালন;

- * পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- * শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- * পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- * আপদ-কালীণ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- * পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- * সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- * ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- * নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- * আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- * পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
- * তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ;
- * স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান; ও
- * নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।

১.৪ প্রশাসনিক কাঠামো:

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সর্বদাই নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামো স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত ৬৫৮৩ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৬২০ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ (তিন) জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানিসম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ১০ (দশ) টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ) সার্কেলের প্রতিটিতে ১ (এক) জন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।

১.৫ জনবল:

এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম রাজস্ব ও আউটসোর্সিং মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা ৬৫৮৩ টি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব (স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম অস্থায়ী রাজস্ব) খাতের পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ছক নং ১: ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির মঞ্জুরীকৃত মোট সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রঃ নং	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	সৃষ্ট পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণি-৫১০	২০৯	-	৩০১	
২	২য় শ্রেণি-৬৯৫	৫০৫	-	১৯০	
৩	৩য় শ্রেণি-১০৭১	৬১৯	-	৪৫২	
৪	৪র্থ শ্রেণি-৪৩০৭	৩২৮৭	-	১০২০	
সর্বমোট:	৬৫৮৩	৪৬২০	-	১৯৬৩	

১.৬ পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো-

- * ২য় শ্রেণির ১৩৭ টি উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- * ৩য় শ্রেণির ৪৮০ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- * ৪র্থ শ্রেণির ৭৯০ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

১.৭ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীঃ

১৯২৪	-	ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং প্রধান কাজ ছিল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
১৯৩৬	-	হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রজেক্ট শুরু।
১৯৪১	-	এয়ার রেইড ফ্রিকশন টিউবওয়েলস (HTW) প্রজেক্ট শুরু।
১৯৪৫	-	দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী টিউবওয়েল প্রজেক্ট।
১৯৪৭	-	ডিপিএইচই (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
১৯৪৭	-	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
	-	গ্রামীণ এলাকায় হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রোগ্রাম চালু।
	-	ঢাকা শহরের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন (Sewerage System) চালু।
১৯৫৮	-	ঢাকা শহরের জন্য Storm Water Drainage চালু।
১৯৬৩	-	ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্মলাভ।
	-	উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) চালু এবং Deep Set Pump প্রযুক্তি চালু।
১৯৬৪		হ্যান্ড টিউবওয়েল প্রোগ্রাম।
		রুরাল স্যানিটেশনের উপর পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়।
১৯৭২	-	যুদ্ধ পরবর্তী গ্রামীণ পানি সরবরাহের দায়িত্ব ডিপিএইচই-কে প্রদান।
	-	ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
	-	জেলা শহরের জন্য পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প শুরু করা হয়।
১৯৭৩	-	পানি দূষণ প্রতিরোধ সেল (Water Pollution Control Cell) গঠন।
১৯৭৮	-	ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
১৯৮০	-	বিভাগীয় শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কার্যক্রম শুরু।
১৯৮৩	-	উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পানি সরবরাহ কার্যক্রম।
১৯৮৭	-	রাজশাহী ওয়াসার জন্মলাভ।
১৯৯৩	-	নতুন ৪২ টি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি।
১৯৯৩	-	পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জোনাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৯৬	-	বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মানের পূর্ণাঙ্গ ডাটা বেইজ তৈরির লক্ষ্যে কম্পিউটার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।
২০০৮	-	খুলনা ওয়াসার জন্মলাভ।
২০০৯	-	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করা হয়।
২০১২	-	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বপ্রথম লক্ষীপুর পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয়।
২০১৪	-	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
২০১৭	-	রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান।
২০১৮	-	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাডার পদ ৩২৯ (১+৩+১৪+৭৬+২৩৫) এ উন্নীতকরণ।
২০১৯	-	স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হন।
২০২০	-	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে।

১.৮ নাগরিক সনদ (Citizen Charter):

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ওয়াসার আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতিত) সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- ১। পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- ২। একটি কেন্দ্রীয় ও ১৪টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করাসহ তৎপরবর্তী পরামর্শ প্রদান করা।
- ৩। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত টেকসই স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (Manual) প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ৪। আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা।
- ৫। পানির উৎসের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ ও স্থাপন কাজে জনগণকে সহায়তা প্রদান করা।
- ৬। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সর্বসাধারণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।



চিত্র: কক্সবাজার পৌরসভায় সারফেস ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্টের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নাগরিক সেবার তথ্য সারণি (Citizen Charter):

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ/সেবার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
১	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ (পল্লী এলাকায়)	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	উপজেলা ওয়াটসান (WATSAN) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সহায়ক চাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারি বরাদ্দ মোতাবেক চূড়ান্ত তালিকা কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ। সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহসহ নলকূপ স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ।	ওয়াটসান কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ৪৫ কর্ম দিবস	উপকারভোগী কর্তৃক প্রদত্ত সহায়ক চাঁদা রেইন ওয়াটার হার্ডেস্টিং সিস্টেম=১৫০০.০০ পিএস এফ=৪৫০০.০০ এসএসটি/ভিএসএসটি=২৫০০.০০ ৬ নং অগভীর নলকূপ=১৫০০.০০ অগভীর মেডিফাইড নলকূপ=২৫০০.০০ ৬ নং গভীর নলকূপ=৭০০০.০০ রিংওয়েল/ডাগ ওয়েল=৩৫০০.০০ গভীর তারা নলকূপ=৭০০০.০০ সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ=১০,০০০.০০ সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত অগভীর নলকূপ=৭,০০০.০০	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
২	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ (শহরে এলাকায়)	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	পৌর মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাসহ সহায়ক চাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারি বরাদ্দ মোতাবেক চূড়ান্ত তালিকা কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ। সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহসহ নলকূপ স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ।	ওয়াটসান কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ৪৫ কর্ম দিবস		জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
৩	পানির গুণগতমান পরীক্ষা (ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে) উপজেলা কার্যালয় হতে প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর ফিল্ড টেস্ট কীট থাকা সাপেক্ষে উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নলকূপ মেকানিক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নলকূপ পরীক্ষাকরণ ও প্রতিবেদন প্রদান।	১০ কর্ম দিবসের মধ্যে	বিনামূল্যে (মূল্য ধার্যকরণ প্রক্রিয়াধীন)	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
৪	পানির গুণগতমান পরীক্ষা (আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারে)	সিনিয়র কেমিস্ট	দেশব্যাপী ১৩টি জেলায় অবস্থিত আঞ্চলিক ল্যাবরেটরিতে নির্ধারিত ফি সহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর নলকূপের পানি পরীক্ষাকরণ ও সরাসরি প্রতিবেদন প্রদান	১০ কর্ম দিবসের মধ্যে	আর্সেনিক-৪৫০/- আয়রণ-৪৫০/- ক্রোরাইড-২৫০/- (অন্যান্য পরীক্ষার ফি সংযুক্ত)।	পরিচালক, কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার, মহাখালী, ঢাকা এর নিকট লিখিত অভিযোগ।

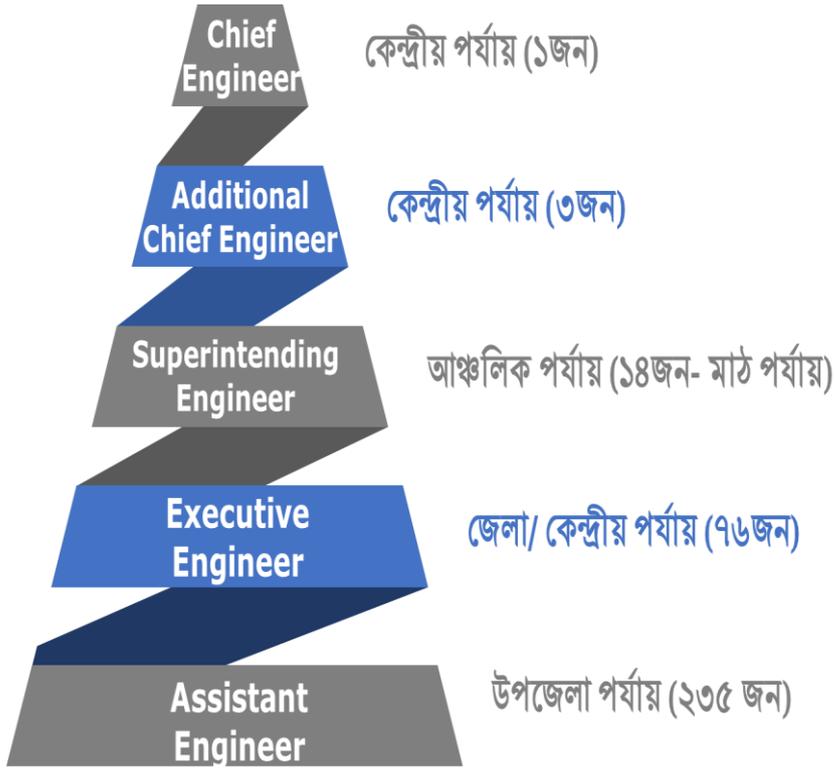
ক্রমিক নং	সেবাসমূহ/সেবার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
৫	রিং-স্ল্যাব বিনামূল্যে বিতরণ/কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	বরাদ্দ সাপেক্ষে পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তালিকা মোতাবেক হত দরিদ্রদের মাঝে স্যানিটেশন সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ/ অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন।	প্রাপ্ত বরাদ্দ মোতাবেক	দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ/স্থাপন	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
৬	নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ/ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ	অফিস সহকারী (সিসিটি)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ/ রিং-স্ল্যাব সরবরাহ করা হয়।	প্রয়োজনীয় মজুদ সাপেক্ষে সার্বক্ষণিক	রিং-স্ল্যাব ও নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের অনুমোদিত মূল্য তালিকা প্রতিটি অফিসে সংরক্ষিত আছে।	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) এর নিকট লিখিত অভিযোগ করতে হবে।
৭	উদ্বুদ্ধকরণ	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ নলকূপ মেকানিক	সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।	বাংসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী	বিনামূল্যে	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
৮	সরকারি নলকূপ সমূহের তত্ত্বাবধায়কগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও রেঞ্জ সরবরাহ	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্তির পর সরকারি নলকূপ সমূহের তত্ত্বাবধায়কগণকে নলকূপ মেরামত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বরাদ্দ সাপেক্ষে রেঞ্জ সরবরাহ।	নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্তির ২৮ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে রেঞ্জ সরবরাহ	প্রকল্পে সংস্থান থাকা সাপেক্ষে	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ
৯	কারিগরি সহায়তা	সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী/ উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর এলাকায় পৌরসভাসমূহকে চাহিদার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।	৭ কর্ম দিবস	বিনামূল্যে	নির্বাহী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী/ উপ- সহকারী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌঁছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সর্বদাই নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোয় স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত ৬৫৮৩ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৬২০ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ১০ (দশ) টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ) সার্কেলের প্রতিটিতে ১জন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।



২.২ অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী "অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী" এবং সদর প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দের অধিক্ষেত্র এলাকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নিয়ন্ত্রণকারী		অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)
১।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)	১।	পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার সার্কেল, ঢাকা।
		৩।	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল, ঢাকা।
২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল।
		২।	ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল।
৩।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)	১।	জোনাল সার্কেল সমূহ। (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ)
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল)	১।	পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
		২।	প্রোগ্রাম এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিভিশন, ঢাকা।
		৩।	এমআইএস ইউনিট, ঢাকা।
		৪।	জিআইএস ইউনিট, ঢাকা।
৫।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভান্ডার সার্কেল), ঢাকা।	১।	কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার বিভাগ, চট্টগ্রাম।
		৩।	ভান্ডার বিভাগ, খুলনা।
৬।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল), ঢাকা।	১।	জরীপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ, ঢাকা।
		২।	ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা।
৭।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল), ঢাকা।	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ, ঢাকা।
		২।	মেকানিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ, ঢাকা।
		৩।	আর্সেনিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা।
৮।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল), ঢাকা।	১।	কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি।
		২।	১৩টি জোনাল ল্যাবরেটরি (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, নোয়াখালী, ঝিনাইদহ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, টাঙ্গী, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ)

২.৪ জনবল:

এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এম,এল কমিটির অনুযায়ী পদ ২৯২০টি, সৃজনকৃত পদ ৪৯০৬টি, অবলুপ্তি/পদ সংরক্ষণ না ওয়ায় বিলুপ্ত পদ ১২৪৩টি সর্বপরি বর্তমান মোট পদের সংখ্যা ৬৫৮৩ টি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এম,এল কমিটির পর সৃজিত পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	এম,এল কমিটি অনুযায়ী পদ	এম,এল কমিটির পর সৃজনকৃত পদ	অবলুপ্তি/পদ সংরক্ষণ না হওয়ায় বিলুপ্ত পদ	বর্তমান পদ সংখ্যা
১	প্রধান প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	১	০	০	১
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০--- ৭১৫৩০-৭৪৪০০	১	২	০	৩
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৫০০০০-৫২০০০--- ৬৮৪৬০-৭১২০০	৬	৯	০	১৫
৪	প্রধান রসায়নবিদ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৫০০০০-৫২০০০--- ৬৮৪৬০-৭১২০০	০	১	০	১
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--- ৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	২৮	৪৯	০	৭৭
৬	উপ-পরিচালক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--- ৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	০	১	০	১
৭	সিনিয়র রসায়নবিদ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--- ৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	০	১২	০	১২
৮	সিনিয়র সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--- ৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	০	১	০	১
৯	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	৭৫	০	৭৫	০
১০	প্রোগ্রামার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	০	২	০	২
১১	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	০	৭০	০	৭০
১২	সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	০	৯	০	৯
১৩	সহকারী পরিচালক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	০	২	০	২
১৪	সিনিয়র ব্যাকটেরিওলজিস্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	০	১	০	১
১৫	কেমিস্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--- ৬৩৮১০-৬৭০১০	০	২	০	২
১৬	সিনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০--- ৬০৩৯০-৬৩৪১০	০	৩	০	৩
১৭	লিগ্যাল অফিসার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০--- ৬০৩৯০-৬৩৪১০	০	১	০	১
১৮	সিনিয়র রসায়নবিদ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২৩০০০-২৪১৫০--- ৫২৮২০-৫৫৪৭০	০	১	০	১
১৯	ব্যাকটেরিওলজিস্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	১	০	১
২০	সহকারী প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	১	৩০৪	২১	২৮৪
২১	সহকারী প্রোগ্রামার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	১	০	১
২২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	১	০	১

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	এম,এল কমিটি অনুযায়ী পদ	এম,এল কমিটির পর সৃজনকৃত পদ	অবলুপ্তি/পদ সংরক্ষণ না হওয়ায় বিলুপ্ত পদ	বর্তমান পদ সংখ্যা
২৩	জুনিয়র সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	৪	০	৪
২৪	জুনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট*	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	৩	০	৩
২৫	ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	১	০	১
২৬	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	২	০	২
২৭	জুনিয়র কেমিস্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ২২০০০-২৩১০০--- ৫০৫৩০-৫৩০৬০	০	১১	০	১১
	প্রথম শ্রেণী মোট =			১১২	৪৯৪	৯৬	৫১০
২৮	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
২৯	মাস্টার ড্রিলার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০	২	০	২
৩০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৩১	প্রধান ড্রাফটসম্যান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৪	২	১	৫
৩২	ড্রাফটসম্যান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৯৪	৭	৪৪	৫৭
৩৩	প্রাক্কলনিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৯৫	৯	৩৪	৭০
৩৪	প্রধান প্রাক্কলনিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৪	২	০	৬
৩৫	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৪০১	১৫৭	৪১	৫১৭
৩৬	প্রাক্কলনিক/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০	২	০	২
৩৭	সুপারভাইজারী টেশনিশিয়ান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০	৪	০	৪
৩৮	টেকনিক্যাল সুপারভাইজার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০	২	০	২
৩৯	ওভারসিয়ার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৪০	সুপারভাইজার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৪১	সহকারী নারী উন্নয়ন কর্মকর্তা	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০	২	১	১
৪২	হিসাব রক্ষক (এজি)	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	২৬	১	২৭	০
৪৩	নমুনা বিশ্লেষক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--- ৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০	২৫	০	২৫
	দ্বিতীয় শ্রেণী মোট =			৬২৮	২১৫	১৪৮	৬৯৫
৪৪	স্বাস্থ্য প্রশিক্ষক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০--- ২৮৭৯০-৩০২৩০	০	১৩	৪	৯
৪৫	সহকারী মাস্টার ড্রিলার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০--- ২৮৭৯০-৩০২৩০	০	৩	০	৩

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	এম,এল কমিটি অনুযায়ী পদ	এম,এল কমিটির পর সৃজনকৃত পদ	অবলুপ্তি/পদ সংরক্ষণ না হওয়ায় বিলুপ্ত পদ	বর্তমান পদ সংখ্যা
৪৬	ফোরম্যান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০--- ২৮৭৯০-৩০২৩০	০	২	০	২
৪৭	প্রধান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	১	১৬	০	১৭
৪৮	প্রধান সহকারী/ উচ্চমান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	১০৪	২	৩৮	৬৮
৪৯	স্টেনোগ্রাফার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	৮	৬	২	১২
৫০	ষাটলিপিকার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	০	১	০	১
৫১	স্যাম্পল কালেক্টর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	০	২০	০	২০
৫২	প্রজেকশনিস্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	০	১৪	৪	১০
৫৩	অডিটর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	০	১	০	১
৫৪	কম্পিউটার অপারেটর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১১০০০-১১৫৫০--- ২৫৩২০-২৬৫৯০	০	১৭	২	১৫
৫৫	স্টেনো-টাইপিষ্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	১	০	০	১
৫৬	উচ্চমান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	৩	১	০	৪
৫৭	হিসাব রক্ষক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	০	১৯	১	১৮
৫৮	হিসাব রক্ষক/ উচ্চমান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	৭৭	২১	৩০	৬৮
৫৯	স্ট্যাটিস্টিক্যাল এসিস্টেন্ট বা পরিসংখ্যান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	০	২	০	২
৬০	রিসার্চ এসিস্টেন্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	০	১	০	১
৬১	গুদাম রক্ষক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ১০২০০-১০৭১০--- ২৩৫০০-২৪৬৮০	০	২	০	২
৬২	টেকনিশিয়ান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৭০০-১০১৯০--- ২২৩৭০-২৩৪৯০	০	৪	০	৪
৬৩	ব্যক্তিগত সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	১	০	১
৬৪	ক্যাশিয়ার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	৯৬	৫	৩০	৭১
৬৫	হিসাব সহকারী/ নিম্নমান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	৩০	০	০	৩০
৬৬	হিসাব সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	১	১৩	১	১৩
৬৭	নিম্নমান সহকারী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৭	০	৭
৬৮	নিম্নমান সহকারী/ মুদ্রাক্ষরিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	১২	০	১২
৬৯	এলডিএ কাম টাইপিষ্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	১০৯	৩৬	৩৫	১১০

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	এম,এল কমিটি অনুযায়ী পদ	এম,এল কমিটির পর সৃজনকৃত পদ	অবলুপ্তি/পদ সংরক্ষণ না হওয়ায় বিলুপ্ত পদ	বর্তমান পদ সংখ্যা
৭০	এলডিএ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৭	০	৭
৭১	স্যানিটারী এসিস্টেন্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	১১	৬	৫
৭২	সিসিটি	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৫০২	৫৯	৪৪৩
৭৩	মুদ্রাক্ষরিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	২	০	২
৭৪	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৪	০	৪
৭৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৪	০	৪
৭৬	অফিস সহকারী কাম টাইপিষ্ট	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	১	০	১
৭৭	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	১৭	০	১৭
৭৮	সার্ভেয়ার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	২	০	২
৭৯	ট্রেসার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৫	১	৪
৮০	ড্রাইভার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৯২	১৫	৭৭
৮১	স্পিড বোর্ড ড্রাইভার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	৭	৬	১
৮২	ইলেক্ট্রিশিয়ান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--- ২১৪১০-২২৪৯০	০	২	০	২
	তৃতীয় শ্রেণী মোট =			৪৩০	৮৭৫	২৩৪	১০৭১
৮৩	পাম্প ড্রাইভার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯০০০-৯৪৫০--- ২০৭৬০-২১৮০০	০	১৪	১	১৩
৮৪	মেকানিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯০০০-৯৪৫০--- ২০৭৬০-২১৮০০	১৬০৪	৩৫৪	৫	১৯৫৩
৮৫	নলকূপ মেকানিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯০০০-৯৪৫০--- ২০৭৬০-২১৮০০	০	১২	০	১২
৮৬	টিউবওয়েল মেকানিক	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯০০০-৯৪৫০--- ২০৭৬০-২১৮০০	০	৫	০	৫
৮৭	ক্যাশ সরকার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৯০০০-৯৪৫০--- ২০৭৬০-২১৮০০	১	১	০	২
৮৮	ম্যাশন	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮৮০০-৯২৪০--- ২০২৯০-২১৩১০	০	৮১৪	৩৩০	৪৮৪
৮৯	হেলপার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮৮০০-৯২৪০--- ২০২৯০-২১৩১০	০	১	০	১
৯০	ডেসপ্যাচ রাইডার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮৫০০-৮৯৩০--- ১৯৫৯০-২০৫৭০	১	০	০	১
৯১	লাইনম্যান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৬	০	৬
৯২	লাইনম্যান/ প্লাম্বার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৩	০	৩

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল	এম,এল কমিটি অনুযায়ী পদ	এম,এল কমিটির পর সৃজনকৃত পদ	অবলুপ্তি/পদ সংরক্ষণ না হওয়ায় বিলুপ্ত পদ	বর্তমান পদ সংখ্যা
৯৩	সহকারী পাম্প ড্রাইভার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৮	০	৮
৯৪	ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অপারেটর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৪	০	৪
৯৫	মেশিন অপারেটর	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৩	০	৩
৯৬	প্লাম্বার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	১	০	১
৯৭	লিফট ম্যান	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	১	০	১
৯৮	এম.এল.এস.এস	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	১৩৫	৭৯	২৯	১৮৫
৯৯	পিয়ন/এম,এল,এস,এস	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৪৮৪	৬৯	৪১৫
১০০	চৌকিদার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	৯	১৬৩	১	১৭১
১০১	নিরাপত্তা রক্ষী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৩	০	৩
১০২	গার্ড	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৪	০	৪
১০৩	গার্ড / ক্লিনার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৭	০	৭
১০৪	গার্ড / চৌকিদার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৮	০	৮
১০৫	চৌকিদার/নাইট গার্ড	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৪৯০	১৬৫	৩২৫
১০৬	পরীক্ষাগার ক্লিনার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	২	০	২
১০৭	ক্লিনার/ল্যাব ক্লিনার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৪	০	৪
১০৮	মেসেঞ্জার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৪	০	৪
১০৯	লেবার	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--- ১৯০৫০-২০০১০	০	৮৪৭	১৬৫	৬৮২
	চতুর্থ শ্রেণী মোট =			১৭৫০	৩৩২২	৭৬৫	৪৩০৭
	সর্বমোট =			২৯২০	৪৯০৬	১২৪৩	৬৫৮৩

ছক নং ১: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির মঞ্জুরীকৃত মোট সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রঃ নং	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	সৃষ্ট পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণি-৫১০	২০৯	-	৩০১	
২	২য় শ্রেণি-৬৯৫	৫০৫	-	১৯০	
৩	৩য় শ্রেণি-১০৭১	৬১৯	-	৪৫২	
৪	৪র্থ শ্রেণি-৪৩০৭	৩২৮৭	-	১০২০	
সর্বমোট:	৬৫৮৩	৪৬২০	-	১৯৬৩	

২.৫ পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সাংগনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো-

- * ২য় শ্রেণির ১৩৭ টি উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- * ৩য় শ্রেণির ৪৮০ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- * ৪র্থ শ্রেণির ৭৯০ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালা

৩.১ নীতিমালাঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	নীতিমালার নাম	বিষয়বস্তু
১	National Policy for Safe Water Supply and Sanitation 1998	পানি সরবরাহ কৌশল (Water Supply Strategy)
		ক. গ্রামীণ পানি সরবরাহ (Rural Water Supply)
		খ. শহরে পানি সরবরাহ (Urban Water Supply)
২	National Policy for Arsenic Mitigation 2004	আর্সেনিক দূরীকরণ (Arsenic Mitigation)
৩	National Sanitation Strategy 2005	স্যানিটেশন কৌশল (Sanitation Strategy)
		ক. গ্রামীণ স্যানিটেশন (Rural Sanitation)
		খ. শহরে স্যানিটেশন (Urban Sanitation)
৪	National cost sharing strategy for water supply and sanitation in Bangladesh 2012	
৫	National Strategy for Water and Sanitation, Hard to reach areas of Bangladesh.	
৬	National Hygiene Promotion Strategy, 2012	স্বাস্থ্য বিধি
৭	Water Acts, 2013	
৮	Sustainable Development Goal (2015-2030)	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর

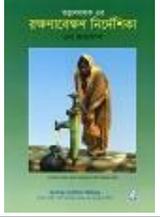
ক্রমিক নং	নীতিমালার নাম	বিষয়বস্তু
৯	Arsenic Mitigation Implementation Plan-2018	
১০	Feacal Sludge Management Framework	পয়ঃ বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার কৌশলপত্র।
১১	জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ-২০২১)	টেকসই উন্নয়ন অর্জনে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে সমচিত কাঠামো।
১২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা।	সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের নির্দেশনাসমূহ।
১৩	জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র-২০২১	
১৪	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন (বাংলাদেশ কৌশলপত্র-২০২০-২০২৩)	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন বিষয়ক।
১৫	বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল সংশোধিত সংস্করণ জুন'২০২০	দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ।



চিত্রঃ Covid-19 সময়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত হ্যান্ড ওয়াশিং বেশিন

৩.২ ম্যানুয়াল:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নিম্নরূপ:

১.		কোরটেকার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (৬ নং হ্যান্ড-পাম্প)
২.		৬ নং হ্যান্ড-পাম্প প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৩.		PSF প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৪.		কোরটেকার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (PSF)
৫.		রিং-ওয়েল/ডাগ-ওয়েল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৬.		তারা ডেভ হেড পাম্প প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৭.		কোরটেকার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (তারা ডেভ হেড পাম্প)
৮.		হাইজিন টিউবওয়েল ইউযার গাইডলাইন

৪.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য

৪.১ বাজেট

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের খাত-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় নিয়ে দেখানো হলোঃ

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২০-২০২১		বাজেট ২০২১-২০২২	
সর্বমোট	৩২৮৮৭২০৭		৪১৮৯৭২০০	
পরিচালন ব্যয়	৩৭১৪৭০৭		৪০৭৭৪০০	
উন্নয়ন ব্যয়	২৯১৭২৫০০		৩৭৮১৯৮০০	
	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	২৪২২২২০০	৪৯৫০৩০০	২৭৩৮৯১০০	১০৪৩০৭০০

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২০-২০২১	বাজেট ২০২১-২০২২
ক) পরিচালন ব্যয়		
প্রধান কার্যালয়	১৯৭৪০০	২২৪৫৭২
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	১৯০৩২০	২২৭২৮৮
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	৯৮৪৩০০	১১৮৫০০৪
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	২২৫৮৮০০	২৩৫১৫১৬
সিনিয়র কেমিস্টের কার্যালয়	৮৩৮৮৭	৮৯০০০
সর্বমোট- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিচালন ব্যয়	৩৭১৪৭০৭	৪০৭৭৪০০

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)



২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটঃ ৪২৮৫ কোটি টাকা ও প্রকল্প সংখ্যাঃ ৪১ টি



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

খ) উন্নয়ন বাজেট

(অংক-হাজার টাকায়)

প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ব্যয় ২০২০-২১	বাজেট ২০২১-২২
২২৪০৪০৩০০	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/ সংস্কার	৩৭৪০৬.৪৩	১৯৬২১.৫৫	৮৭৯৩.৫০
৫০০০	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৮৩৯৮৬.৫২	৫৯৭৬৭.০৯	১৪২০০.০০
২২৪১৩২৩০০	নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	৫০৫১.৮৯	৩০৪০.২৬৪	১১০০.০০
২২৪১৩২৪০০	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৮৭৩২.৫২	৪৮৭৪.৪৬	৩৭০০.০০
৫০২৩	পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের প্রকল্প			
২২৪২০৬৪০০	পানি সরবরাহে আর্সেনিক বুকি নিরসন প্রকল্প	১৯৯০৯৫.৫৪	৯৫১৫৬.৬৬৭	৬০০০০.০০
২২৪২০৬৫০০	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৭১২৬৪.৬১	১৮০৪৫.৯২	১৫০০০.০০
২২৪২০৬৬০০	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮৭২৭৯.৯৯	৮৩৯২৯.০৩	১০.০০
২২৪২৭৫৬০০	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	৪০৯০.২১	১০৭৮.৪৩	১৬৭৬.৬১
২২৪২৮৬৭০০	পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প	৪৪৯৭.১৬	১৬৮৭.৮৩	২৮০৮.০০
২২৪২৮৮৭০০	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৯৩৬.৩৫	৩৫০০.০০	১৪৩৬.০০
২২৪২৮৮৮০০	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪৯১৪.৬৫	৩৫০০.০০	১৪১৪.০০
২২৪২৯১৩০০	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩৮০৩.১১	১৮৫০.৯৬	১৪৬৮.০০
৯৭৭০	পানির গণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৭৮৫৬.১৪	২৭৬৫.৪৭	৮০০০.০০
৯৭৬৯	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা	৪৬৩৬.০৬	১৭৮.১০	২৫০০.০০
৯৭৭৩	সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮৮৫০৭৩.৮৭	৬৯৯৯৮.২৬৫৪	১০৬৪২৯.০০
৯৭৭২	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৪৭৮৩.৭৭	১৫৫৩.৩৩	২২৫৮.০০

প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত ব্যয় ২০২০-২১	বাজেট ২০২১-২২
৯৭৭১	দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৫৪৪.২৬	৭৪৮.৯৮৯	২৩৯৪.০০
২২৪৩১২৩০০	কুলাউড়া ও গোপালগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৪৬০৮.১২	৪৪.৮৪৪	২৫৭২.০০
২২৪৩১৮৮০০	হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	৫৫৭৬১.৭০	১০৪১.৩৮	৮২২৮.৫০
২২৪৩১২০০০	বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চাত্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪২৫.০১	১৪৪.২৫	৩০০০.০০
২২৪৩২০৫০০	খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৩২৬৮.৮৫	৮০০.০০	১৫৯৯.০০
২২৪৩২৬১	নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪৬৮৩.০০	৪০২৬৫৫.৭৩	৩০৪০.০০
২২৪০৫৩৭০০	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	৪৫৩০৮.২১	৩২২৯৫.৫৪	১৫০০.০০
২২৪১৩২৭০০	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)	৯৯১৭৩.৪৬	১২২০৯.৭৭	২৪০০০.০০
২২৪২৫৭৬০০	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প	৫৮৫৩৩.০১	২৪৭০৫.১৬	২৬৭৫৭.০০
২২৪২৭০৪০০	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	৫৯৩৩৬.৮৯	১১৫৯৩.৬২	৮০০০.০০
২২৪২৯৩৫০০	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১৭৫১৫০.০০	১৪০৩৮.২৬	৩৫০০০.০০
১২১২১২	মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	১৮৮২৫৯.২৭	০	০.১৪
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প			
৯৭৮২	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)	৬৫৮৬.৫৮	১১১৭.০২	৩৫০০.০০
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)			
২২৪১১০৩০০	Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted)	১৫০৯৫.৮৭	১২০২৪.৬৮	০
	সর্বমোট	২১৫১১৪৩.০৫	৮৮৩৯৬৬.৬১	৩৫০৩৮৩.৭৫

৪.২ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা:

সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অডিট বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট (FAPAD), সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট (Works Audit) ও বেসামরিক অডিট (Civil Audit) অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয়পূর্বক স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। উল্লেখ্য, দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/পিএ কমিটি/ক্রাশ প্রোগ্রাম এর আওতায় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয়	জুন/২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		জুলাই/১৯-জুন/২০ সময়কালে উত্থাপিত অডিট আপত্তি		২০২০-২১ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		২০২০-২১ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট (FAPAD)	-	-	-	-	-	-	-	-
২	পূর্ত কাজের অডিট: (Works Audit)	২২৫৭	১০৩৯৩৫.৭০	-	-	২২	৩১৩৮.১৩	২২৫৭	১০৩৯৩৫.৭০
৩	বেসামরিক অডিট (Civil Audit)	-	-	-	-	-	-	-	-



চিত্রঃ ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার

৫.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি

৫.১ চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/ জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার ৩৭৪০৬.৪৩ লক্ষ সেপ্টেম্বর/২০১৬- জুন/২০২১	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতঃ ভূ- গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিস্তরের উচ্চতা-হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পিএসএফ স্থাপনসহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।	সেপ্টেম্বর ২০১৬- জুন ২০২১	৩৭৪০৬.৪৩	১. পুকুর পুনঃখনন স্কীম	৯২৫ টি	৩৭৪০৬.৪৩	৭১৫ টি	১৯৬২১.৫৫
০২	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৩৯৮৬.৫২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬- জুন/২০২২	সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ-হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানে রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।	জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২২	৮৩৯৮৬.৫২	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ	৮৯১৪৩টি	৮৩৯৮৬.৫২	৯১০৩টি	৫৯৭৬৭.০৯
০৩	নোয়াখালি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ৫০৫১.৮৯ লক্ষ জুলাই/২০১৭- জুন/২০২২	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নোয়াখালী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন- যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২	৫০৫১.৮৯	১. বিতরণ পাইপ লাইন (২০০ মি.মি)	৫২.৫০কি.মি.	৫০৫১.৮৯	১১.৫০কি.মি.	৩০৪০.২৬৪
০৪	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল	১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ২) পাইপ লাইন নেটওয়ার্কের	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২২	৮৭৩২.৫২	১. পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন (১০০ মিঃ মিঃ)	১৩২.০৯ কিঃমিঃ	৮৭৩২.৫২	১৩১.০৯ কিঃমিঃ	৪৮৭৪.৪৬

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৮৭৩২.৫২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭- জুন/২০২২	মাধ্যমে পৌর এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহকরণসহ কভারেজ বৃদ্ধিকরণ, ৩) পাবলিক প্লেস ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ। ৪) ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করন সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করন।							
০৫	পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ১৯৯২.২৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭- জুন/২০২১	১) পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ। ২) জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা। ৩) পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২১	১৯৯২.২৬	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩টি	২৩০.০০	৩টি	৬৮.৩৬
৬	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প ১৯৯০৯৫.৫৪ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২১	ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন। খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরূপন। গ) প্রকল্পের এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১	১৯৯০৯৫.৫৪	বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন-	১৯২৯৪৫ টি	১৯৯০৯৫	১০৮৩৯৬ টি	৯৫১৫৬.৬৬৭
০৭	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প ৭১২২৬৪.৬২ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৮- জুন/২০২৩	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশ গত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৩	৭১২২৬৪.৬২	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন- ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ৩. পাবলিক টয়লেট-	১৩০ টি ৬৫টি ১৬২টি	৭১২৬৪.৬১	১৩০ টি ৬০টি ১৫০টি	১৮০৪৫.৯২
০৮	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৭২৭৯.৯৯ লক্ষ এপ্রিল/২০১৮- জুন/২০২১	নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে	এপ্রিল ২০১৮- জুন ২০২১	৮৭২৭৯.৯৯	১. বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন- ২. পাবলিক টয়লেট-	১৩৭৫২৫টি ২৭৮ টি	৮৭২৭৯.৯৯	১৩৫৫৫৫টি ২২৮ টি	৮৩৯২৯.০৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		সহায়ক ভূমিকা পালন করা।							
০৯	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ৪০৯০.২১ লক্ষ অক্টোবর/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২১	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	অক্টোবর'২০১৮ -ডিসেম্বর'২০২১	৪০৯০.২১	১. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ২. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন- ৩. কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন-	০২টি ০৪টি ২৫টি	৪০৯০.২১	০২ টি ০৪টি ১৯টি	১০৭৮.৪৩
১০	পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প ৪৪৯৭.১৬ লক্ষ এপ্রিল ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন- যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। 	এপ্রিল ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১	৪৪৯৭.১৬	সোলার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট স্থাপন	১১৪০ টি	৪৪৯৭.১৬	৪৭৮ সেট	১৬৮৭.৮৩
১১	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৪৯৩৬.৩৫ লক্ষ এপ্রিল ২০১৯-জুন ২০২২	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	এপ্রিল ২০১৯- জুন ২০২২	৪৯৩৬.৩৫	১. ল্যাট্রিন ২. কমিউনিটি/পাবলি ক ল্যাট্রিন ৩. সাবমর্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ ৪. গভীর নলকূপ	৩৯৫০ টি ০১ টি ১০০টি ৩৩০০ টি	৪৯৩৬.৩৫	১৫০০টি ০১টি নাই ২০০টি	৩৫০০.০০
১২	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৪৯১৪.৬৫ লক্ষ এপ্রিল ২০১৯-জুন ২০২২	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	এপ্রিল ২০১৯- জুন ২০২২	৪৯১৪.৬৫	১. ল্যাট্রিন ২. কমিউনিটি/পাবলি ক ল্যাট্রিন ৩. সাবমর্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ ৪. গভীর নলকূপ	৪৮৮০টি ০৩টি ৪০টি ২৫০০টি	৪৯১৪.৬৫	৪০৫০টি নাই ৪০টি ২০০০টি	৩৫০০
১৩	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ	জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১	৩৮০৩.১১	বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন-	২৭৫ টি	৩৮০৩.১১	১৫ টি ৬.৫০কিঃমিঃ	১৮৫০.৯৬

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ৩৮০৩.১১ লক্ষ জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১	ও উন্নয়নের মাধ্যম। ক) পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করণ। খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ। গ) পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন।							
১৪	পানির গণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১৭৮৫৬.১৪ লক্ষ জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২	১৭৮৫৬.১৪			১৭৮৫৬.১৪		২৭৬৫.৪৭
১৫	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ এপ্রিল ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	এপ্রিল ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১	৪৬৩৬.০৬	১.বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন- ২.বিতরণ পাইপলাইন ৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-	২৭৮৭ টি ৩০৮.৮০মি: মি: ১১৩ টি	৪৬৩৬.০০	১৩৮৫ টি ১৫৫ মি:মি: ৬০ টি	১৭৮.১০
১৬	সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৮৫০৭৩.৮৭ লক্ষ জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৫	সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৫	৮৮৫০৭৩. ৮৭	বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন-	৬৩৭২০৭ টি	৮৮৫০৭৩.৮৭	৮৬০৪০ টি	৬৯৯৯৮.২৬৫৪
১৭	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ৪৭৮৩.৭৭ লক্ষ জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২১	নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১	৪৭৮৩.৭৭	১. গভীর নলকূপ স্থান ২. রেইন ওয়াটার হার্ডেস্টিং ইউনিট ৩. রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপন ৪. কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন নির্মাণ ৫. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ৬. সোলার পিএসএফ স্থাপনসহ পুকুর পুনঃখনন।	১০০ টি ৭৪০০ টি ৭ টি ৩৩ টি ৫ টি ১০ টি	৪৭৮৩.৭৭	১০০ টি ৪৬৩৬ টি - - - -	১৫৫৩.৩৩
১৮	দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক	● পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২২	৩৫৪৪.২৫	১. উৎপাদক নলকূপের পাম্প টেস্ট	৩৮২ টি ৩৮২ টি	৩৫৪৪.২৬	৩৮২ টি ৩৫ টি	৭৪৮.৯৮৯

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ ৩৫৪৪.২৫ জানুয়ারি ২০২০- জুন ২০২২	নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। • উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা। • পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা। • উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ। • সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা।			২. উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ				
১৯	কুলাউড়া ও গোপালগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৪৬০৮.১১ লক্ষ জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১	প্রকল্পভুক্ত নির্বাচিত ২টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিষেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ • নির্বাচিত ২টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা; • পৌরসভাসমূহের ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন; • পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন সক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান; • পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং • পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের	জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১	৪৬০৮.১১	১. পাইপলাইন (২০০মিঃমিঃ) ২.পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩৬ টি ৪ টি	৪৬০৮.১২	২৬ টি ৪ টি	৪৪৮.৪৪

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।							
২০	হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প ৫৫৭৬১.৭১ লক্ষ জুলাই ২০২০-জুন ২০২২	<ul style="list-style-type: none"> হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ। হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রবর্তন। সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ। 	জুলাই ২০২০- জুন ২০২২	৫৫৭৬১.৭১	১. হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প ২. তারা গভীর নলকূপ/মডিফাইড তারা স্থাপন/সাবমার্সিবল ৩. ইম্প্রভড ল্যাট্রিন স্থাপন ৪. অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন	১০৮ টি ২৮৩০৩ টি ৪১২৬ টি ৪৫৮ টি	৫৫৭৬১.৭০	- ১৩৫৬ টি ২০৯ টি -	১০৪১.৩৮
২১	বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চাতী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ৪৪২৫.০১ লক্ষ জুলাই ২০২০-জুন ২০২২	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।	জুলাই ২০২০- জুন ২০২২	৪৪২৫.০১	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৩. বিতরণ পাইপলাই (১৬০মিঃমিঃ)	৮ টি ৪ টি ৩০কিঃমিঃ	৪৪২৫.০১	৮ টি ৪ টি ৪কিঃমিঃ	১৪৪.২৫
২২	খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৩২৬৮.৮৫ লক্ষ জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর ২০২২	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর ২০২২	৩২৬৮.৮৫	১. হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন ২. রেই ওয়াটার হার্ডেস্টিং ইউনিট ৩. রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট নির্মাণ ৪. প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	২০৫৩টি ১১০০টি ২টি ৩০টি	৩২৬৮.৮৫	৮৮৩টি ১৭৮টি - ৭টি	৮০০০.০০
২৩	নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৬৮৩.০০ লক্ষ	<ul style="list-style-type: none"> কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক 	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২২	৪৬৮৩.০০	১. কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন	১০৫০টি	৪৬৮৩.০০		৪০২.৬৫৫৭৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেশ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	জানুয়ারি ২০২১- ডিসেম্বর ২০২২	ভূমিকা পালন করা। ● প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।							
২৪	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ৪৫৩০৮.২১ লক্ষ জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২১	আর্সেনিক, লবণাক্ততা, পানির দুপ্রাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকা সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধি ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার, হাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২১	৪৫৩০৮.২১	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ ২. শেয়ারড ল্যাট্রিন	৯৮৩৪ টি ৭০০০ টি	৪৫৩০৮.২১	৬০৫৫টি ৬৬৭৭টি	৩২২৯৫.৫৪
২৫	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি) ৯৯১৭৩.৪৭ লক্ষ জুলাই/২০১৭- জুন/২০২৩	১) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। ২) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ৩) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে সাসটেইনেবল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পদ্ধতি উন্নয়ন করা।	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩	৯৯১৭৩.৪৭	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. উৎপাদন নলকূপ স্থাপন ৩. পানি উৎস ৪. পাবলিক টয়লেট ৫. কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৭৬ টি ৩৭টি ১৮৪৫টি ১৪৪টি ৪৫৭	৯৯১৭৩.৪৬	৪০টি ১৪টি ৮৪০টি ১৫টি ৭২টি	১২২০৯.৭৭
২৬	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প ৫৮৫৩৩.০১ লক্ষ জুলাই/২০১৮- জুন/২০২২	১. প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ২) ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা; ৩) ক্যাম্প সমূহে ফেকাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ৪) প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার	জুলাই'২০১৮- জুন'২০২২	৫৮৫৩৩.০১	১) মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই-	৪০ টি	৫৮৫৩৩.০১	৩৫ টি	২৪৭০৫.১৮

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেশ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।							
২৭	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) ৫৯৩৩৭.০০ লক্ষ ডিসেম্বর/২০১৮- জুন/২০২৪	ক) ক্যাম্পে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা; খ) ক্যাম্প সমূহে ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; গ) নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ডিসেম্বর'২০১৮ -জুন'২০২৪	৫৯৩৩৭.০০	১) টেস্ট টিউবওয়েল ২) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ মিনি পাইপে পানি সরবরাহ ৩. কমিউনিটি/পাবলিক টয়লেট ৪. ওয়াটার অপশন স্থাপন ৫. বায়োগ্যাস/বায়োফি ল টয়লেট স্থাপন ৬. টয়লেট সংস্কারসহ টয়লেট স্থাপন	২৮টি ৬৬টি ৯০টি ২৫০০টি ২৫৩০টি ১৪৮০০টি	৫৯৩৩৬.৮৯	২৮টি ২৮টি ৬০টি ৪০০টি ৫৩০টি ২২০০টি	১১৫৯৩.৬২
২৮	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ১৭৫১৫০.০০ লক্ষ জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩	৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিসেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: • নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা; • পৌরসভাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; • পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন; • দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে	জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩	১৭৫১৫০.০ ০	১. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ২. স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই ল্যান্ড্রিন নির্মাণ	৯০ টি ৯০০০ টি	১৭৫১৫০.০০	- -	১৪৩৩৮.২৬

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		<p>জরুরী সহায়তা প্রদান;</p> <ul style="list-style-type: none"> পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন সক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। 							
২৯	মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প ১৮৮২৫৯.২৭ লক্ষ জানুয়ারি ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৫	<ul style="list-style-type: none"> আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্কীম বাস্তবায়ন করা। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবা গুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ * উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষতঃ জনগণের মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। 	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫	১৮৮২৫৯.২৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বড়/ছোট স্কীম	-	১৮৮২৫৯.২৭		০.১৪
৮	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প								
৩০	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ) ৬৫৮৬.৫৮ লক্ষ জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	<p>ক) ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে ২টি গুচ্ছ শহরে (প্রতিটিতে ৪টি করে শহর, কুমিল্লা/চাঁদপুর, ক্লাষ্টারঃ কুমিল্লা, লাকসাম, চাঁদপুর এর হাজিগঞ্জ। পাবনা/নাটোর ক্লাষ্টারঃ পাবনা, ঈশ্বরদি, নাটোর এবং লালপুর অন্তর্ভুক্ত) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার</p>	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	৬৫৮৬.৫৮	-	-	৬৫৮৬.৫৮	-	১১১৭.০২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন। খ) তিনটি পার্বত্য শহর (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও লামা)-এর জন্য পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই, বিস্তারিত কারিগরি ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রণয়ন, দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।							
ছ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)								
১	Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) ১৩৬৯৭.৪৭ লক্ষ এপ্রিল ২০১৩-জুন ২০২২	১. উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ কালীন সময়ে দুর্গত জনসাধারণের মাঝে লবনাক্ত পানি শোধন পূর্বক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করণ ২. স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	এপ্রিল ২০১৩-জুন ২০২২	১৩৬৯৭.৪৭			১৫০৯৫.৮৭		১২০২৪.৬৮

৬.০ তথ্য প্রাপ্তি ও আপীল সংক্রান্ত তথ্য:

৬.১ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে বর্ণিত ফরম "ক" অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারবেন। ফরম "ক" পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

৬.২ তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য:

২০২০-২১ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা		
২	আবেদনে প্রার্থিত তথ্যের বিবরণ		
৩	আবেদনের বর্তমান অবস্থা		

৬.৩ তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্রোগ্রামার

এম আই এস ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৫৮৩১৩৮৯৬

E-mail: cddphe@yahoo.com

৬.৪ আপীল আবেদনের জন্য আপীল আবেদনপত্র ফরম:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে বর্ণিত ফরম "গ" অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল আবেদন করবেন। ফরম "গ" পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

৬.৫ আপীল আবেদনের তথ্য:

২০২০-২১ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে আপীল আবেদনের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	আপীল আবেদনের সংখ্যা	-	
২	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	-	
৩	আপীল আবেদনের বর্তমান অবস্থা	-	
৪	কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ	-	

৬.৬ তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী

পিএন্ডসি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৫৫১৩০১৫, E-mail: ee.pnc@dphe.gov.bd

৬.৭ বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

ফোকাল পয়েন্ট

নির্বাহী প্রকৌশলী

ভান্ডার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৫৫৩১০৭, E-mail: ee.storedhaka@dphe.gov.bd

২০২০-২১ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে পুঞ্জীকৃত মোট বিভাগীয় মামলা	২০২০-২১ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা			বর্তমানে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরি চ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি	
১	২	৩	৪	৫
১৬ টি	-	-	-	১৬টি

৬.৮ ই-ডাউনলোডঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (Website) www.dphe.gov.bd -এ ডাউনলোডের জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্ট (Document) দেয়া আছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ডকুমেন্ট টাইপ	ওয়েবসাইট লিঙ্ক
১	সাংগঠনিক কাঠামো/ Organogram	পিডিএফ (* .pdf)	http://www.dphe.gov.bd/download/org-anogram.pdf
২	বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report)	পিডিএফ (* .pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=127
৩	নিউজলেটার	পিডিএফ (* .pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=128
৪	প্রকাশনাসমূহ	পিডিএফ (* .pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=129
৫	Caretaker's Maintanance / Training Manual	পিডিএফ (* .pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=192
৬	Water Points Status Reports	পিডিএফ (* .pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=190

ক্রমিক নং	বিষয়	ডকুমেন্ট টাইপ	ওয়েবসাইট লিঙ্ক
৭	National Policy for Safe Water Supply and Sanitation 1998	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-Policy-for-Safe-Water-Supply-&-Sanitation-1998.pdf
৮	National Policy for Arsenic Mitigation 2004	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-Policy-for-Arsenic-Mitigation-2004.pdf
৯	National Sanitation Strategy (2005)	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/MR11_SanitationStrategy.pdf
১০	Union Wise Water Technology Mapping – [Dhaka Circle]"- November-2008	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/publications/UnionWiseWaterTechnologyMapping_Dhaka.pdf
১১	Union Wise Water Technology Mapping	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=129
১২	Application Format for Tubewell	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/download/TW-%20Appliction.pdf

৭.০ ২০২০-২১ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত গ্রামীণ ও পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম

৭.১ গ্রামীণ পানি সরবরাহ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ ২০০১ সালে ৯৭% হতে ৭৪% এ নেমে আসে।

বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৭ জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃতমান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭%। আর্সেনিক আক্রান্ত **Unservd** এবং **Underserved** এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।



চিত্র : কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন/২০২১ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ১,৬৬,৮১৬ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় নির্মিত পল্ডস্যান্ড ফিল্টারে সংখ্যা ২০১টি এবং খননকৃত/পুন: খননকৃত পুকুরের সংখ্যা ১৭৮টি।



চিত্র : কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট

৭.২ পৌর পানি সরবরাহ :

ওয়ার্ডসার আওতাধীন এলাকা ব্যতিত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

বর্তমানে ১৫৪ টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্সে এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩০% এবং পয়েন্ট সোর্স এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে।



চিত্রঃ লৌহ ও আর্সেনিক বিমুক্তকরণ প্লান্ট

স্যানিটেশন কার্যক্রমঃ

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত মানবাধিকার। অপরিষ্কার পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি পানিবাহিত ও মলবাহিত রোগ, সংক্রাম রোগ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশ দূষণের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বর্তমান সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে “নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা” প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সরকারের এই মেয়াদে “জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল” ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫ প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বেসিক স্যানিটেশন অর্জন ও খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগীতায় এ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর অক্টোবর মাসে ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস’ পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যভ্যাস পরিচর্যা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর সমগ্র দেশব্যাপী ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস’ পালন করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সর্বমোট নির্মিত প্রায় ৮,৬৯৪টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। বিগত ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৮০ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৩ গ্রামীণ স্যানিটেশন

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সর্বমোট প্রায় ৩৫০৩০ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। জুন/২০১৯ মাসে সমগ্র দেশে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয়। বিগত ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে।



চিত্রঃ স্যানিটারী ল্যাট্রিন



চিত্রঃ পাবলিক টয়লেট

৭.৪ পৌর স্যানিটেশন

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড়েন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৬৬ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ১৭৭০ টি শেয়ারড ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।



চিত্র : কমিউনিটি টয়লেট

৮.০ পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পানিতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ধরা পড়ে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্যে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় পরীক্ষা চালিয়ে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করে। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত সর্বশেষ জরীপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১ টি জেলার নলকূপের পানিতেই কম বেশি আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে পানি পরীক্ষা কার্যক্রম পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্যে দেশের ১৪ টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মোট ১০০৪৫১ টি পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়।



চিত্র ৪ : পানির নমুনা পরীক্ষা

সমগ্র বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাবসমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ৫৩ টি বৈশিষ্ট্য (parameter)ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২ টি বৈশিষ্ট্য (parameter) পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে মায়ানমার হতে আগত বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত নলকূপের পানি পরীক্ষাকরণের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে কক্সবাজার জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

Different type of Laboratory tests performed by DPHE central and zonal labs & its fees

Sl. No	Water quality parameters	Unit cost
01	PH (Central + Zonal Lab)	50.00
02	Colour (Central + Zonal Lab)	250.00
03	Temperature (Central Lab Only)	50.00
04	Taste (Central Lab Only)	50.00
05	Odour (Central + Zonal Lab)	50.00
06	Turbidity (Central + Zonal Lab)	50.00
07	Conductivity (Central + Zonal Lab)	50.00
08	Salinity (Central + Zonal Lab)	50.00
09	Alkalinity (HCO ₃ ⁻) (Central + Zonal Lab)	100.00
10	Total Hardness (as CaCO ₃) (Central + Zonal Lab)	150.00
11	Oxidation-Reduction Potential (ORP) (Central Lab Only)	50.00
12	Total Dissolved Solid (TDS) (Central + Zonal Lab)	50.00
13	Total Suspended Solid (TSS) (Central + Zonal Lab)	150.00
14	Phosphate (Central + Zonal Lab)	250.00
15	Chlorine(Residual) (Central Lab Only)	150.00
16	Chloride (Central + Zonal Lab)	250.00
17	Iodine (Central + Zonal Lab)	250.00
18	Fluoride (Central + Zonal Lab)	250.00
19	Nitrogen (Ammonia) (Central + Zonal Lab)	250.00
20	Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab)	250.00
21	Nitrogen (Nitrite) (Central + Zonal Lab)	250.00
22	Dissolved Oxygen (DO) (Central Lab Only)	50.00
23	Sulfide (Central Lab Only)	250.00
24	Sulfate (Central Lab Only)	250.00
25	Chemical Oxygen Demand (COD) (Central Lab Only)	400.00
26	Biological Oxygen Demand (BOD) 5days (Central Lab Only)	450.00
27	Arsenic (Central + Zonal Lab)	450.00
28	Aluminum (Central Lab Only)	450.00
29	Barium (Central Lab Only)	450.00
30	Calcium (Central Lab Only)	450.00
31	Chromium (Central Lab Only)	450.00
32	Cadmium (Central Lab Only)	450.00
33	Copper (Central Lab Only)	450.00
34	Iron (Central + Zonal Lab)	450.00
35	Lead (Central Lab Only)	450.00

Sl. No	Water quality parameters	Unit cost
36	Manganese (Central + Zonal Lab)	300.00
37	Magnesium (Central Lab Only)	300.00
38	Mercury (Central Lab Only)	500.00
39	Nickel (Central Lab Only)	450.00
40	Potassium (Central Lab Only)	300.00
41	Selenium (Central Lab Only)	450.00
42	Sodium (Central Lab Only)	300.00
43	Zinc (Central Lab Only)	450.00
44	Fecal Coliform (Central + Zonal Lab)	400.00
45	Total Coliform (Central + Zonal Lab)	400.00

৯.০ গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

৯.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীণ কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরেই এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, পাহাড় ধস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানে। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধস ও জলাবদ্ধতা জনিত সমস্যা একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এ সময়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয় এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্যোগকালীন/দুর্যোগের পর দুর্গত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে দুর্গত এলাকায়/আশ্রয় কেন্দ্রে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে।

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপদ্রুত এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি রয়েছে। এজন্য রয়েছে ৫০ (পঞ্চাশ) টি সহজে স্থানান্তরযোগ্য মিনি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ১৮ টি ড্রামামান ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, নিরাপদ পানি বহনের জন্য ০৮ টি পানির ট্যাংকার (কারিয়ার), উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ৩০ টি মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সংগ্রহ করে খুলনায় রাখা হয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানিকে লবণমুক্ত করে সুপেয় পানি হিসেবে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও যে কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি রয়েছে।



৯.২ মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। ২০১৭ সালের আগ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল ০৩ লক্ষের মত। ২০১৭ সালের আগস্ট এর পর থেকে এখন পর্যন্ত এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষের ও বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়া হয় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার ৩২ টি ক্যাম্পে। তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য স্বল্প সময়ের মাঝে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিবি এবং বিশ্বব্যাংক এর সহায়তাপুষ্ট ২টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু (মার্চ ২০১৯ হতে) হয়েছে। এই ২টি প্রকল্পের অধীনে ৫০০টি গোসলখানা, ২৮টি মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ৪০টি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম, ১০টি পাইপ মিনি ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট সিস্টেম, ০২টি ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ২০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ আছে। এই সকল কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।



চিত্র: রোহিঙ্গা শিবিরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম

১০.০ গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বেশ কিছু কার্যক্রম/প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। চলমান পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম/প্রোগ্রাম নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) লবণাক্ততা ও আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলে ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণে ব্যবহৃত সংরক্ষিত পুকুরে সৌরশক্তি চালিত উন্নত পুকুর পাড়ের বালির ফিল্টার (PSF) পদ্ধতির পাইলোটিং কার্যক্রমঃ

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০৯ সালে অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশের সহায়তায় উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তির পি এস এফ স্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। সে সময়ে যশোরের মনিরামপুরে, সাতক্ষীরার আশাশুনি এবং খুলনার কয়রাতে এ ধরনের ২০ টি সৌরচালিত পি এস এফ স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ২০ টি পিএসএফ এর কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য PSF এর নকশায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনপূর্বক ছয়টি জেলায় পাইলোটিং করা হয়। এই উন্নত প্রযুক্তির আওতায় পুকুর হতে ফিল্টার বেডে পানি উত্তোলনের জন্য সৌরশক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিরত পানির প্রবাহ বজায় রাখার জন্য সংরক্ষিত পানির প্রকোষ্ঠে একটি সেন্সরও ব্যবহার করা হয়। সোলার পদ্ধতিতে পানি উত্তোলন করায় এবং রাত্রে আলোর ব্যবস্থা থাকায় পানি ব্যবহারকারীরা বিশেষতঃ নারীরা সহজে ও নিরাপত্তার সাথে রাত্রেও পিএসএফ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিটি ব্যবস্থা স্থাপন করতে প্রায় ৭.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। নিম্নে এই প্রযুক্তিটির কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।



চিত্রঃ সৌরচালিত পিএসএফ

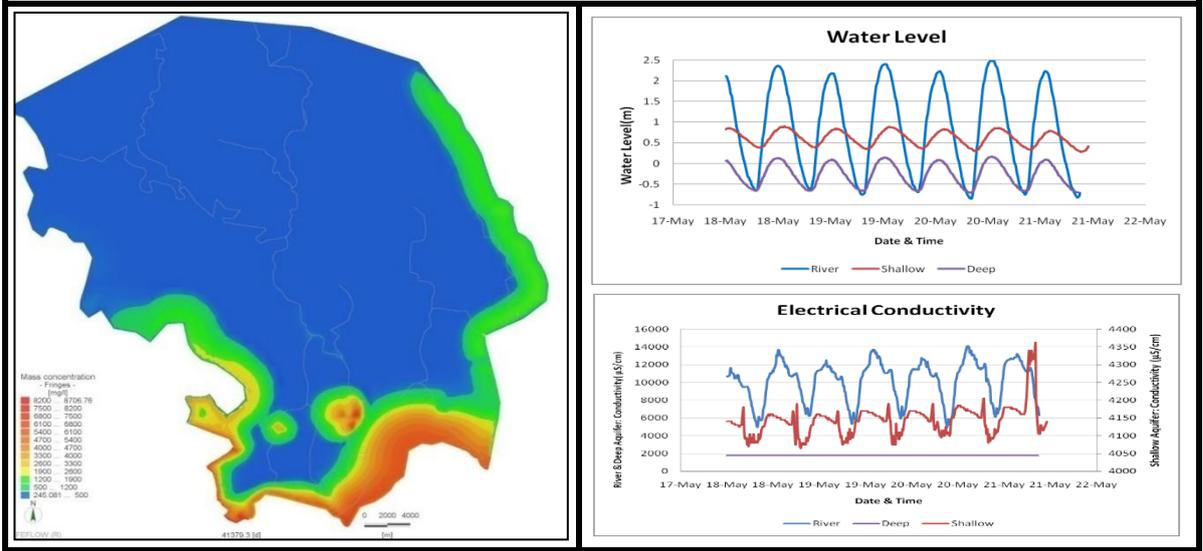
পরবর্তী উক্ত ২০ টি পিএসএফ এর কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর বিভিন্ন প্রকল্পে আওতায় নির্মিতব্য PSF এর নকশায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনা হয়:

- ❖ ফিল্টার ইউনিটে বহিরাগত দূষক অনুপ্রবেশ রোধ করতে এবং সূর্যলোক প্রবেশ অব্যাহত রাখতে ফিল্টার ইউনিটের উপর স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাস শিট ব্যবহার করা হয়েছে।
- ❖ PSF এ Brick Soling এর পরিবর্তে R.C.C Base ব্যবহার করা হয়েছে।
- ❖ পরিশোধন ইউনিটে UV বতি ব্যবহার করা হয়েছে।
- ❖ পুকুরে পানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক এর উপর ফেরো সিস্টেম স্লাব এর পরিবর্তে CL Sheet Cover ব্যবহার করা হয়েছে
- ❖ প্রচলিত ফোর্স পাম্প এ পরিবর্তে SS ফোর্স পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে।
- ❖ পানি সংগ্রহ স্থানে প্ল্যাটফর্মে Floor Tiles এর ব্যবহার রাখা হয়েছে।

খ) বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের উপর যৌথ গবেষণাঃ

বাংলাদেশ সরকার, DANIDA, হাইস্যাওয়া, IWM এবং ITN-BUET এর আর্থিক সহায়তায় অক্টোবর, ২০১০ সালে এই যৌথ গবেষণার কাজ শুরু হয়ে জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়। খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার কিছু অংশে (১০ টি উপজেলার প্রায় ১৫৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা) এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণায় ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় প্রকার পানির গুণগত মান (বিশেষত, লবণাক্ততা) অনুপ্রবেশের হার নির্ণয় করতে বেসলাইন জরিপ, মিডলাইন জরিপ ও এন্ডলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে ৩৬ টি লাইন ওয়েলসহ ৪৫ টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করা হয়, যোগুলো ব্যবহার করে সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবিরত পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া সম্পূর্ণ তথ্য ও সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য বৈদ্যুতিক লগিং, পাম্পিং টেস্ট ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। এভাবে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের পর কম্পিউটার ভিত্তিক সিমুলেশন/মডেলিং ব্যবহার করে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের হারে ব্যাপ্তি ও মাত্রা অনুমান করা হয়। উক্ত পর্যবেক্ষণ হতে উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১। গভীর ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর লবণাক্ত ভূ-উপরিস্থ পানির প্রভাব অতি নগণ্য, কিন্তু অগভীর ভূগর্ভস্থ পানির সাথে ভূ-উপরিস্থ লবণাক্ত পানির পরিবর্তনশীল প্রভাব বিদ্যমান।
- ২। ২০৫০ সাল নাগাদ, পর্যবেক্ষণাধীন এলাকার বিদ্যমান স্বল্প গভীরতায় স্বাদু পানির পকেট এলাকার শতকরা ৩.৪৪ ভাগ লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।



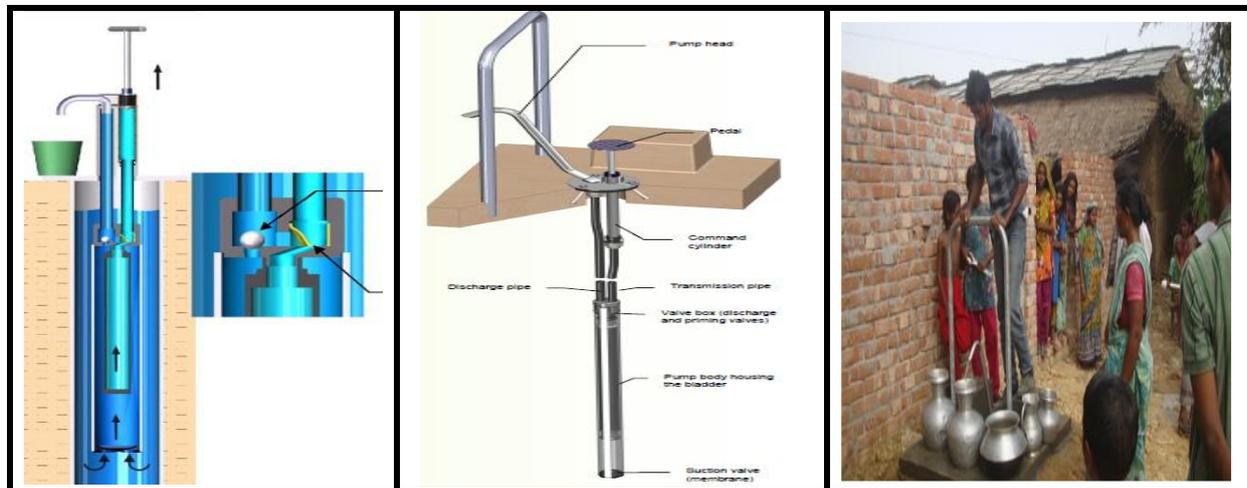
চিত্রঃ অনুভূমিক স্যালাইন একুইফার বিস্তৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এর বিরূপ প্রভাব হিসেবে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে। এরই প্রেক্ষিতে চলমান অর্থবছরে উক্ত গবেষণার সুপারিশ অনুযায়ী আরও বিস্তৃত আকারে এই কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে কারিগরি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

গ) নিম্ন পানিস্তর বিশিষ্ট এলাকায় হস্তচালিত হাইড্রলিক ও হাইব্রিড পাম্প স্থাপন ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গবেষণা উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ২০১৪ সালে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় পাইলটিং হিসেবে নওগাঁর নিম্ন পানির স্তরবাহী এলাকায় হস্তচালিত হাইব্রিড ও হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপন করা হয়। পাইলটিং এর উদ্দেশ্য ছিলো ঐসব এলাকায় শূষ্কমৌসুমে ৬নং লিফটিং ম্যানুয়েল পাম্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। এই ৩০ মিটার উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ২০ টি নোভিয়া হাইড্রলিক পাম্প (ফ্রান্স হতে আমদানীকৃত) এবং ২০ মিঃ উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ টি স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত হাইব্রিড তারা পাম্প স্থাপন করা হয়। হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপনপূর্বক প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা নিরূপণ করে আরো বৃহৎ স্কেলে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের নিম্ন পানিস্তর বিশিষ্ট এলাকা নওগাঁ, রাজশাহী,

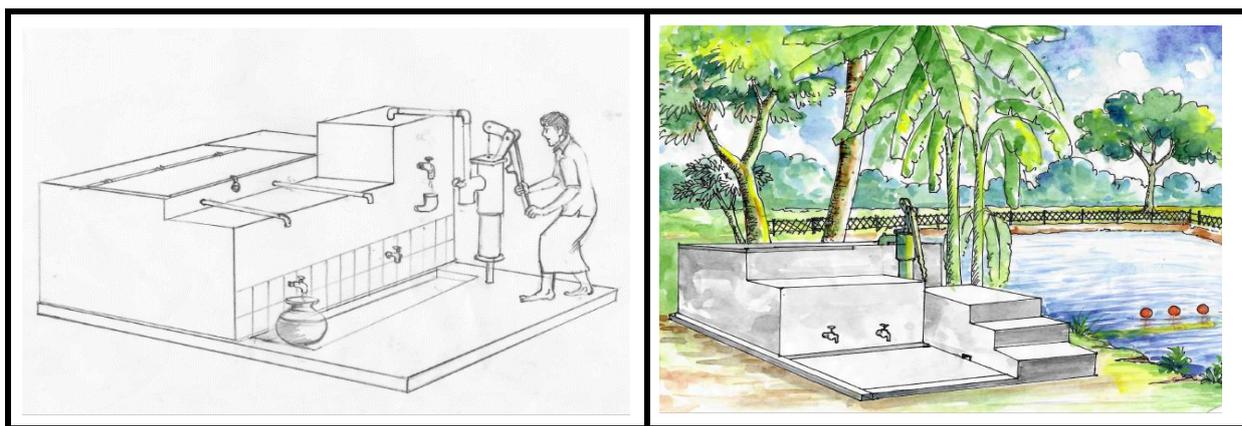
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলায় প্রায় ১১২ টি হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপন করা হয়েছে যা শুষ্ক মৌসুমে ৩০ মিটার নিচের স্তর থেকে পানি উত্তোলন করতে সক্ষম। বর্তমানে এই পাম্পগুলোর প্রযুক্তিগত কার্যকারিতার পাশাপাশি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করা হচ্ছে। নিচের চিত্রগুলোতে মাঠ পর্যায়ে স্থাপনকৃত হাইড্রোলিক পাম্প এর প্রযুক্তিগত ডায়াগ্রামসহ ব্যবহার দেখানো হয়েছে।



চিত্রঃ হস্ত চালিত ও পা-চালিত হাইব্রিড ও হাইড্রোলিক পাম্প

ঘ) ফোর্সপাম্প চালিত উন্নত পল্ড স্যান্ড ফিল্টারঃ

লবনাক্ত প্রবণ ও আর্সেনিক সংকুল এলাকার জন্য পল্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) একটি অন্যতম বিকল্প অপশন। যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে অধিকাংশ পিএসএফ ব্যবহার উপযোগী থাকে না। এগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি কারণ পিএসএফ হতে পানি নিয়ে পানি না চাপা ও সময়মত বালি পরিষ্কার না করা। এ সকল সমস্যার সমাধানে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ফোর্স পাম্প ব্যবহার করে সহজ রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য একটি উন্নত পল্ড স্যান্ড ফিল্টার নক্সা প্রণয়ন করে। এই নক্সায় উটু পাটাতনযুক্ত নলকূপের পরিবর্তে ফোর্স পাম্প, স্যান্ড বেড পরিষ্কারের জন্য স্ক্যাপার প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপদ পানি প্রবাহের নিমিত্তে অল্টারনেট ক্লিনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পাইলোটিং এর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



ঙ) তারা নলকূপের নকশা উন্নতকরণঃ

পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় দেশের পল্লী অঞ্চলসমূহে তারা নলকূপ স্থাপনের জন্য উত্তোলনযোগ্য ও অনুত্তোলনযোগ্য তারা নলকূপের দুইটি অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন ম্যানুয়াল রয়েছে। উক্ত ম্যানুয়াল অনুযায়ী স্থাপিত তারা হ্যান্ডপাম্পসমূহের মাঠপর্যায়ের কার্যকারিতা বিশ্লেষণপূর্বক পাম্পসমূহকে অধিকতর ব্যবহারবান্ধব ও টেকসই করার নিমিত্তে বিদ্যমান নকশায় কিছু পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে লক্ষ্যে, উল্লিখিত প্রকল্পের গবেষণা ও

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় গাজীপুর ও নরসিংদীর বিভিন্ন উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিবর্তিত ডিজাইন অনুযায়ী ১০টি তারা নলকূপ স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন সময় এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিদ্যমান নকশার স্টেইনলেস স্টিল পাম্পরড এর পরিবর্তে পিভিসি পাম্পরড, ১৯ মিমি স্টেইনলেস স্টিল জয়েন্ট এর পরিবর্তে পিভিসি মোল্ডেড এসএস কানেস্টর, পাম্পার ক্যাপ ও জ্যাকেটযুক্ত ১৯ মিমি স্টেইনলেস স্টিল জয়েন্ট, ঢালাই লোহার পাম্পবডি এর পরিবর্তে স্টেইনলেস স্টিলের পাম্পবডি, ছিদ্রযুক্ত হেডকভার, হ্যাঞ্জার-রড এর পরিবর্তে ছিদ্রবিহীন হেডকভার ও পিভটযুক্ত হ্যাঞ্জার-রড ও ফুটভাল্ড এর পরিবর্তে ওয়েট ভাল্ড পরিবর্তনপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলনযোগ্য তারা হ্যান্ডপাম্পসমূহ প্রস্তুত ও স্থাপন করা হয়।



চিত্রঃ পরীক্ষামূলক পরিবর্তিত নকশার তারা পাম্পযুক্ত নলকূপ

প্রায় এক বছরের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য ডিজাইনের উত্তোলনযোগ্য তারা হ্যান্ড পাম্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ প্রণয়ন করা হয়।

- ১। পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত উত্তোলনযোগ্য তারা প্রযুক্তির ডিজাইনটি মাঠপর্যায়ের পাইলাটিং পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।
- ২। ডিসচার্জ বেসী হওয়ায় অনুত্তোলনযোগ্য তারা পাম্প দেশের কিছু অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অধিক ডিসচার্জের তুলনায় স্থায়িত্বকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। তাই, অনুত্তোলনযোগ্য তারা পাম্প প্রযুক্তিটি সীমিত আকারে এলাকাভিত্তিক ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।
- ৩। ১০০ ফুট গভীরতার হাউজিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওয়েটভাল্ড উপযুক্ত নয়। উল্লেখ্য, এ জাতীয় ওয়েটভাল্ড অপেক্ষাকৃত অগভীর পানির স্থিততল (২৮ থেকে ৩৫ ফুট) বিশিষ্ট এলাকায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৪। মালামালের গণগতমান নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে এস এস পাম্পবডির ব্যবহার শুরু করা যেতে পারে।
- ৫। অধিক ডিসচার্জের জন্য পরবর্তীতে পরীক্ষামূলকভাবে ২.৫” সিলিন্ডারযুক্ত কনভেনশনাল ডিপসেট পাম্প ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।
- ৬। ঢালাই লোহার তৈরী পাম্পবডির ভেতরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্ট সমস্যাগুলি দূরীকরণে এস এস এর তৈরী পাম্পবডি ব্যবহারের পরিবর্তে ঢালাই লোহার তৈরী পাম্পবডির ভেতরে এস এস লাইনিং প্রদান করা যেতে পারে।

চ) অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ভূগর্ভস্থ পানির সর্বনিম্ন স্থিততলের ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য অধিদপ্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। বিগত প্রায় ৩০ বছরের বেশী সময় ধরে অধিদপ্তরীয় গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল এর তত্ত্বাবধানে উক্ত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চলতি বছর অনলাইনে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৮ টি জেলা বাদে সকল জেলা হতে তথ্য প্রদানে প্রশংসনীয় সাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া নলকূপের বোরলগ সঠিকভাবে পূরণের সুবিধার্থে সকল উপজেলায় সংশোধিত বোরলগ ফর্ম ও বিভিন্ন আকার ও রঙের বালুর নমুনা সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত স্যান্ড কমপ্যারেটর সরবরাহ করা হয়।



চিত্রঃ স্যান্ড কমপ্যারেটর, ফোর্স পাম্প ও ন্যানো ফিল্টার

বাজারে প্রচলিত ফোর্স পাম্প এর গণগতমান নিম্নমানের হওয়ায় বিভিন্ন প্রযুক্তির নকশায় উক্ত ফোর্স পাম্প এর অন্তর্ভুক্তি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সম্ভবপর (feasible) হয় না। এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় উদ্যোক্তার সহায়তায় অধিক ডিসচার্জ সম্পন্ন উন্নত প্রযুক্তির ফোর্স পাম্প ডেভেলপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে পাইলোটিং এর মাধ্যমে পাম্পটির উপযোগীতা যাচাই করা হয়েছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মতো ন্যানো ফিল্ট্রেশন প্রযুক্তির সাহায্যে পানি পরিশোধনের পাইলোটিং কার্যক্রম গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে চলমান আছে।

১১.০ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

১১.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ এ সকল তত্ত্বাবধান করে থাকে।

প্রশিক্ষণসমূহ প্রধানতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু মূলতঃ কারিগরি, আর্থিক ও প্রশাসনিক। এছাড়াও সিপিটিইউ (CPTU) হতে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং (e-GP) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে “Contract Management System (CMS)” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮১ জন, “সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪১৯জন এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অবহিতকরণ অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সকল দরপত্র ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছেন। বর্তমান অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক ও অর্থায়নে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য APA অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৯টি ব্যাচে মোট ৪২৯জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক ও অর্থায়নে অত্র দপ্তরের প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দাপ্তরিক চিঠিপত্র বেশির

ভাগ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। চলতি অর্ধবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্যাদির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের তারিখ ও মেয়াদকাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট জন ঘন্টা
০১	“Contract Management System (CMS)” শীর্ষক প্রশিক্ষণ। (Virtual)		১৮১ জন	৩৬২ জন ঘন্টা
	খুলনা ও রাজশাহী সার্কেলের আওতায় জেলাসমূহ	০৫ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
	রংপুর ও ফরিদপুর সার্কেলের আওতায় জেলাসমূহ	০৮ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
	সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেলের আওতায় জেলাসমূহ	১০ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
	বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ সার্কেলের আওতায় জেলাসমূহ	১২ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
	গ্রাউন্ড ওয়াটার, ভান্ডার, ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন ও ল্যাবরেটরী সার্কেলের আওতায় অফিসসমূহ	১৫ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
	প্রকল্প পরিচালকগণ	১৭ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
	প্রকল্প পরিচালকগণ	১৯ নভেম্বর/২০২০, ১দিন		
০২	পুকুর পুনঃখনন কাজ এবং হস্তচালিত পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (ফরিদপুর)	০১ দিন	৩৪ জন	২৭২ জন ঘন্টা
০৩	হস্তচালিত পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রদান এবং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (ফরিদপুর)	০১ দিন	৩০ জন	২৪০ জন ঘন্টা
০৪	হস্তচালিত পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রদান এবং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (মাগুড়া)	০১ দিন	২৫ জন	২০০ জন ঘন্টা
০৫	সোলার পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রদান এবং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (সাতক্ষীরা)	০১ দিন	২৭ জন	২১৬ জন ঘন্টা
০৬	সোলার পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রদান এবং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (বাগেরহাট)	০১ দিন	২৮ জন	২২৪ জন ঘন্টা
০৭	সোলার পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রদান এবং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (বরগুনা)	০১ দিন	২৯ জন	২৩২ জন ঘন্টা
০৮	সোলার পন্দ স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রদান এবং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (পিরোজপুর)	০১ দিন	২৭ জন	২১৬ জন ঘন্টা
০৯	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	০৩ দিন (২টি ব্যাচ) ১৩-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	৫২ জন	১২৪৮ জন ঘন্টা
১০	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	০৫ দিন (২টি ব্যাচ) ৩০ জানুঃ-১০ ফেব্রুঃ ২০২১	৪৩ জন	৩৪৪ জন ঘন্টা
১১	অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩ দিন (২টি ব্যাচ) ৩০ ফেব্রু-০৮ মার্চঃ ২০২১	৬৯ জন	৫৫২ জন ঘন্টা
১২	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য APA অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ দিন (৯টি ব্যাচ) ০৩-১৩ জুন ২০২১	৪২৯ জন	৩৪৩২ জন ঘন্টা
১৩	“সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ দিন (১৪টি ব্যাচ) ২৬ জানুঃ-১৫ মার্চ ২০২১	৪১৯ জন	৩৩৫২ জন ঘন্টা
১৪	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩ দিন	২৫৬ জন	৬১৪৪ জন ঘন্টা
১৫	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অবহিতকরণ (অনলাইন)	১২ দিন	৫৯০ জন	২১২৪০ জন ঘন্টা
মোট				৩৯২৮৪ জন ঘন্টা
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বর্তমানে কর্মরত ১ম এবং ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা ৭৮৪ জন				৩৯২৮৪/৭৮৪ =৫০.১০ ঘন্টা/জন

১১.২ PEDP

প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিট

বাংলাদেশের ৬৫,৬২০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানি এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জানুয়ারী/২০১২ সালে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর (PEDP3) আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৫,৭০৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮,৫৪০টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ৩৯,৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

- প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত: একটি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন করা এবং স্থাপিত পানির উৎস সমূহের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা।
- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
- ছাত্র/শিক্ষক এবং ছাত্রী/শিক্ষিকাদের জন্য চলমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা যুক্ত পৃথক পৃথক ওয়াশব্লক নির্মাণ।
- প্রতিটি ওয়াশব্লকে তিনটি করে টয়লেট, দুটি করে হাত ধোয়ার বেসিন এবং একটি ফুট ওয়াশিং স্পেস প্রদান।
- ছাত্র/শিক্ষকদের ওয়াশব্লকে ইউরিনাল স্থাপন এবং ছাত্রী/শিক্ষিকাদের ওয়াশব্লকে মেন্সট্রুয়াল হাইজিন সংক্রান্ত কক্ষ নির্মাণ।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য Ramp, হাই-কমোড যুক্ত পৃথক টয়লেট এবং Handrail স্থাপন।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থাপিত ওয়াশব্লকের বড় ধরনের মেরামত করা।

PEDP-3 প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আরো বৃহত্তর পরিসরে চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-1) এর আওতায় ৮,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮,০০০টি পানির উৎস ও ১৬,০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ, চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-1) এর আওতায় ৫,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫,০০০টি পানির উৎস ও ১০,০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর (PEDP4) আওতায় ২৯,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮,০০০ ওয়াশব্লক এবং ১৫,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫,০০০ পানির উৎস স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করছে। এই ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশব্লক ও অন্তত: একটি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন নিশ্চিত হবে। আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনে জাতির আশা ভরসার প্রতীক। তাই এই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ও টেকসই পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিনিমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

১১.৩ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) আওতাভুক্ত অঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ হতে বাংলাদেশের শিল্প সম্ভাবনাময় অঞ্চলসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অদ্যাবধি, ৫৫ (পঞ্চাশ) টি সরকারি ও ১১ (এগার) টি ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে ও উন্নয়ন কার্য পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রকল্পাধীন অঞ্চলে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ই অক্টোবর,

২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী উপরিস্থিত পানি প্রাপ্যতার পরিমাণ নির্ণয়, উৎপাদক ও পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কাজ পরিচালনা করে আসছে। পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৪ টি, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮ টি, সাবরাং ও জালিয়ারদ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮ টি, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ টি, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২ টি ও মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৭ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ এবং কক্সবাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৪ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ টি, মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২৫ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং নলকূপগুলো চালু করার জন্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান আছে। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬ টি উৎপাদক নলকূপ নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরো ২ টি উৎপাদক নলকূপ, ৩০০০ ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ জলাধার এবং জলাধার থেকে ৩.৫ কি:মি: পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩০০০ ঘনমিটার ও ৬৪০০ ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ জলাধার, ট্রান্সমিশন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও পাইপলাইন কার্যক্রম চলমান আছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সকল সময়ে উন্নয়নের চালিকা শক্তি ও বিনিয়োগের প্রবর্তক হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর সফল সহযোগী এবং উন্নত ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ গড়ায় বদ্ধপরিকর।

অন্যান্যঃ

এছাড়া, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন জাইকা সাহায্যপুষ্ট “Project for improvement of Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply” (PICMaC-DPHE) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Comprehensive Technical Guideline প্রণয়নের অংশ হিসেবে অক্টোবর/ ২০১৭ সময়কালে প্রকল্পে কর্মরত জাইকা বিশেষজ্ঞ দল ৩টি পাইলট এলাকায় (গাজীপুর, চট্টগ্রাম এবং খুলনা) গমন করেন এবং অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় অত্র অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ের সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীগণ মেকানিকসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ Guideline Testing এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়।

১১.৪ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কৌশল

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক এস ডি জি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এস ডি জি এর ৬ নম্বর অর্ডার হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যার মধ্যে দুটি লক্ষ্যমাত্রা (৬.১ ও ৬.২) সরাসরি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সহিত জড়িত। লক্ষ্যমাত্রা দুটির অগ্রগতি নির্ণয়ে ব্যবহৃত নির্দেশক দুটি হলো ‘মোট জনসংখ্যার মধ্যে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় খাবার পানি সেবা ব্যবহারকারীর অনুপাত’ ও ‘সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারকারীর অনুপাত’। উল্লেখ্য যে, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে এস ডি জি লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ ও ৬.২ বাস্তবায়নের Lead Agency এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে নির্ধারিত নির্দেশক অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করছে।

- এসডিজি অর্জনে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা অন্যতম পূর্বশর্ত; দ্রুত হারে নগরায়নের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগনের পানির চাহিদা মেটানো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মূল চ্যালেঞ্জ।
- নগরায়নের ফলে দিন দিন ভূ-উপরিস্থ পানি দূষিত হচ্ছে। ফলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের অনুপোযোগি হয়ে সুপেয় পানি প্রাপ্তি দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে।
- উত্তরোত্তর ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহারে পানির স্তর অত্যাধিক নিচে নেমে যাওয়ায় পানি উত্তোলন টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব হচ্ছে না।
- শতভাগ পয়ঃসেবা প্রদানের জন্য উল্লেখযোগ্য পয়ঃ শোধনাগার ও অবকাঠামোর অভাব।

২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন তথা এসডিজি বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে।

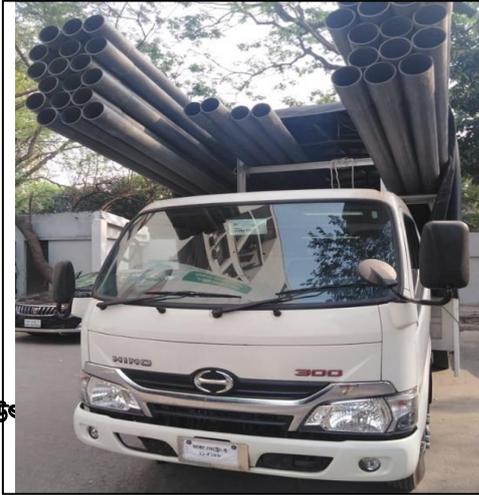
- এসডিজি বাস্তবায়নকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বহুমুখী প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়নপূর্বক তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- পানির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত ও জনসচেতনতা সৃষ্টির করার জন্য পৌরসভা সমূহে নিরাপদ পানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- এসডিজি বাস্তবায়নে জনসেবার মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ইনোভেশন আইডিয়া পাইলোটিং কার্যক্রম গ্রহণ;
- এসডিজি সংশ্লিষ্ট চলমান কর্মকান্ড পরিবীক্ষণে প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পানির গণগতমান পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ এবং পরীবিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ।

বিগত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর বাস্তবায়নের পরবর্তীতে বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সময় এসেছে। শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নয়, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ স্যানিটেশন সেক্টরে নেতৃত্বের ভূমিকা আরো জোরদার হবে।

১২.০ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প

জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় টাকা ৩৫,৪৪,২৫,০০০/- (পয়ত্রিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) মাত্র। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা। পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ। সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ৩৮২ টি উৎপাদক নলকূপের পাম্পিং টেস্ট, ৩৮২ টি উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ, ১ টি ট্রাকসহ উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিট ক্রয়, ১২১ টি অটো লগার স্থাপন, ৩৮২ টি বাস্ক মিটার স্থাপন করা, ১৬০ টি পাম্প ক্রয় ও প্রতিস্থাপন, ৮০ টি পাম্প হাউজ মেরামত ও সংরক্ষণ, ৩৮২ টি উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা, ২ টি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন, ৮০ টি বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংরক্ষণ এবং শহর কেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ।

নতুন ক্রয়কৃত রিজেনারেশন ইউনিট



রিজেনারেশন ইউনিট দ্বারা মাঠ পর্যায়ে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ





ଅଟୋ ଲଗାର ସ୍ଥାପନ





চিত্রঃ বাস্ক মিটার স্থাপন

১৩.০ APA (Annual Performance Agreement):

সরকারের বিধোষিত নীতি ও কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যালয় সমূহের জন্য পৃথক পৃথক নীতিমালা কাঠামো, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং কার্যালয়সমূহের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০১১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ২০৩০, ৭ম পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহ হতে ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets) বিধৃত রয়েছে। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ এর বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০-জুন'২১) নিম্নরূপঃ

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ এর অর্জন (জুলাই ২১-জুন ২২)

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ						
১. পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা	৪০	[১.১] গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন	[১.১.১] স্থাপিতনলকূপ/ উৎস [১.১.২] নির্মিত পড়স্যান্ড ফিল্টার	সংখ্যা সংখ্যা	১১২৩০৬ ৯০	১৬১৭৭৩ ১৮৭
		[১.২] গ্রামীণ এলাকায় পুকুর খনন/পুনঃখনন স্কীম	[১.২.১] খননকৃত/ পুনঃখননকৃত পুকুর	সংখ্যা	১২৫	১৭৮
		[১.৩] পৌর এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন	[১.৩.১] স্থাপিত নলকূপ/ উৎস	সংখ্যা	২০৬	১৬৮৭
		[১.৪] পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	[১.৪.১] স্থাপিত/ প্রতিস্থাপিত উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৫৫	৯৬
			[১.৪.২] পরীক্ষামূলক নলকূপ	সংখ্যা	৫০	১২২
		[১.৫] পৌর এলাকায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	[১.৫.১] নির্মিত ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	৭(১১%)	৭+১৭(২৫%)

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ						
		নির্মাণ				
		[১.৬] পৌর এলাকায় ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	১(১০০%)	৮(১৮%)
		[১.৭] পৌর এলাকায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক	সংখ্যা	১০(১০০%)	১১(২৫%)
		[১.৮] পৌর এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত পাম্প হাউজ	সংখ্যা	২৫	৩৫
		[১.৯] পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ	[১.৯.১] স্থাপনকৃত পাইপ লাইন [১.৯.২] গৃহ সংযোগ	কি:মি: সংখ্যা	৩০০ ৩০০০	৫২৬.৯৩ ৭২৯০
[২] পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	২৫	[২.১] পল্লী/পৌর এলাকায় ইম্পুভড/স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ইম্পুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন	সংখ্যা	৫০০০	৮৪৮৫
		[২.২] পল্লী/ পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন	সংখ্যা	৯৫	২০৯
[৩] পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ	১০	[৩.১] পানির গুণগত মান পরীক্ষা/ পরিবীক্ষণ	[৩.১.১] পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা	সংখ্যা	১১২৬১৭	১৬৪২৭৮

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	৪	৪
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১২	১২
		[১.২] শূদ্ধাচার/উত্তমচর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৪
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা / অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৪	৪
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮০	৮০.০২
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	১৫-০২-২১	২২-১২-২০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২৫-০২-২১	২২-১২-২০
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘণ্টা	৫০	৫০.১০
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘণ্টা	৫	৫.১৫
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীনদপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১০০	১০০
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) / বাজেট বাস্তবায়িত	%	১০০	৯৬.৩১
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	৮০	২৩.৩৩
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	৫০	১.০৪
		[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১৫-১২-২০	১৫-১২-২০

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন তথ্য

ফোকাল পয়েন্ট

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৫৫১৩০৭৩০, E-mail: adlce.wr@dphe.gov.bd

১৪.০ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. পল্লী এলাকায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ৮৭৭১৯ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।
২. স্বল্পমূল্যের ৩৫০৩০ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।
৩. ১৫৪ টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে।
৪. ১৭৭০ টি শেয়ারড ল্যাট্রিন (Shared Latrine) স্থাপন করা হয়েছে।
৫. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২ টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচারঃ

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা।

শুদ্ধাচারের ধারণাঃ

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরী।

শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপটঃ

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির উন্নয়ন সাধন।
- ❖ ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন।
- ❖ নতুন আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন।
- ❖ লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা
২. সচেতনতা বৃদ্ধি
৩. দক্ষতা উন্নয়ন
৪. বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সংস্কার
৫. পুরস্কার প্রদান
৬. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন
৭. অভিযোগ নিষ্পত্তি
৮. ইনোভেশন টিম
৯. তথ্য অধিকার
১০. মনিটরিং

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের তথ্যঃ-

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পরিকল্পনা সার্কেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

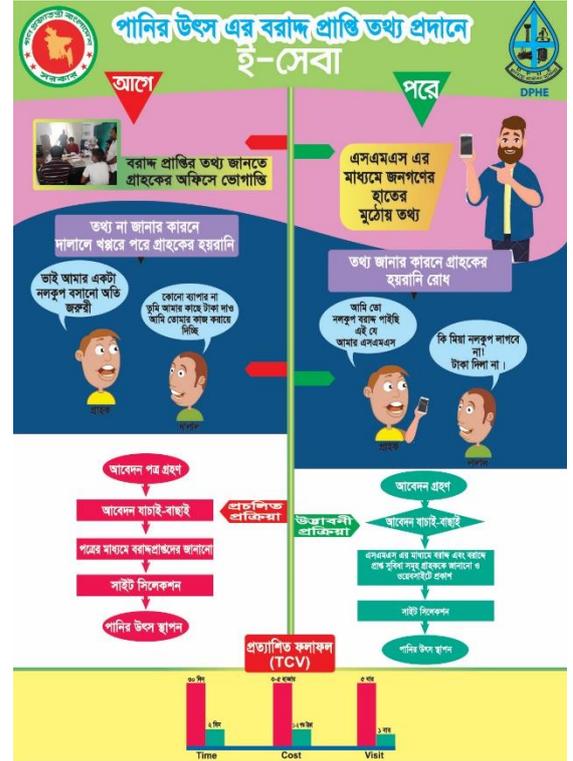
ফোন: ০২-৫৫১৩০৭৪৯, E-mail: se.pc@dphc.gov.bd

ইনোভেশন কার্যক্রম

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত। বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত চর্চা ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। নাগরিকের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বা সহজিকরণই উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার অনুযায়ী গঠিত ‘ইনোভেশন টিম’ এর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল

অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন ও দেখভাল সম্পন্ন হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে চলমান ও সম্পন্ন উদ্ভাবনী ধারণাগুলি নিম্নরূপঃ

- ১। ওয়াশ অভিযোগ বন্ধঃ দুর্যোগে আপনার পাশে;
- ২। অধিদপ্তরীয় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কন্ট্রাক্ট ডিরেক্টরী মোবাইল এপ্লিকেশন প্রস্তুত;
- ৩। ওয়েব এপ্লিকেশন এর মাধ্যমে অনলাইনে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্থিতিতলের ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ;
- ৪। উপজেলা ভিত্তিক টিউবওয়েল স্থাপন তথ্য সহায়িকা;
- ৫। পানির উৎস বা টিউবওয়েলের বরাদ্দ প্রদানে গ্রাহকের ভোগান্তি নিরসন;
- ৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশরুক ও পানির উৎস মেরামতের সহজ সেবাপ্রাপ্তি।



দুইটি উদ্ভাবনী ধারণার ইনফোগ্রাফিক্স

উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে অধিদপ্তরীয় কর্মচারীগণের মধ্যে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সহমর্মীতা, নাগরিক সেবার সমস্যা চিহ্নিতকরণের দক্ষতা এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন অর্ষণে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি গ্রহণের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ইনোভেশন টিমের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ভাবনী কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। এছাড়া মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন, তালিকা প্রস্তুত ও মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অধিদপ্তরীয় পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেলিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করা হয়েছে।

জাতীয় স্যানিটেশন মাসঃ

স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবাধিকার যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গ্রহীত অধিকাংশ কার্যক্রমই স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত। বর্তমান সরকার সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অক্টোবর মাসে সারা দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস পালিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের আহবানে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ১৫ ই অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গত ১৫ই অক্টোবর, ২০২০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত না করে দেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশে সবার জন্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানান। স্যানিটেশন ব্যবস্থার কাজক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো অপরিহার্য বলেও মনে করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রেস ব্রিফিং আয়োজন, প্রেস রিলিজ প্রকাশ, স্যানিটেশন ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ, বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্যানিটেশন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র/টিভি স্পটসমূহ প্রচার করা হয়। এর পাশাপাশি জেলা/উপজেলা/বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে অক্টোবর মাসব্যাপী সংশ্লিষ্ট টাঙ্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে র্যালী, জনসমাগম হয় এমন স্থানে ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বস্তি ও শহরতলী এলাকায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।



চিত্র ৪ বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২০ এর অনুষ্ঠান

পরিশিষ্ট

নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন পদ্ধতি –

নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন ওয়ারী বন্টন ও স্থান নির্বাচন পদ্ধতিঃ

উপজেলা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটি পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা, জনগণের সুযোগ সুবিধা, ইউনিয়নের আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে সুষমভাবে উৎসসমূহের পুনঃবন্টন করবেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-স্থাসবি/পাস-১ /বিঃগ্রঃপাঃসঃ /পিএসি- পিআইসি/ প্রকল্প-০১/২০১০/২৬৯(১০) তারিখ-১৭ নভেম্বর, ২০১১ ইং মোতাবেক পানির উৎসগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে স্থাপন না করে কমিউনিটি পর্যায়ে স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সুপেয় পানির সুবিধা পায় সেদিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল সে এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানির উৎস স্থাপন করতে হবে এবং এডিপির আওতায় বরাদ্দকৃত পানির উৎসের স্থান নির্বাচন উপজেলা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে হবে। তবে বরাদ্দের ৫০% স্থান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।

ধরনওয়ারী নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালাঃ-

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে দেশের সমগ্র এলাকা ৩টি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৫৮% অগভীর পানি স্তর এলাকা, ৩০% নিম্ন পানি স্তর এলাকা এবং অবশিষ্ট ১২% উপকূলীয় এলাকা। উল্লেখিত এলাকা সমূহে ইতিপূর্বে যথাক্রমে অগভীর নলকূপ, তারা নলকূপ ও গভীর নলকূপ কার্যকর ছিল। দেশের কতিপয় এলাকায় আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ায় ঐ সকল দূষণ এলাকায় বর্তমানে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। আর্সেনিক দূষণ এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা ২০০৪ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করে নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপন করা হবে।

১. আর্সেনিক দূষণ যে সব এলাকায় গভীর ও অগভীর একুইফার (Aquifer) কর্দমস্তর দ্বারা বিভক্ত সে সকল এলাকায় বেন্টোনাইট (Bentonite) ক্রেসিলিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।
২. দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপ কৃতকার্য বিধায় ঐ সকল এলাকায় বেন্টোনাইট (Bentonite) ক্রেসিলিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।
৩. আর্সেনিক দূষণ যে সব এলাকায় গভীর ও অগভীর একুইফার বিভক্ত করার কর্দমস্তর সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই এরূপ এলাকায় প্রথমে রিংওয়েল ও পিএসএফ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।
৪. আর্সেনিক দূষণ এলাকায় যদি রিংওয়েল ও পিএসএফ স্থাপন প্রযুক্তিগত ভাবে বাস্তব সম্মত না হয় তাহলে ঐ সকল এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন সংক্রান্ত প্রটোকল অনুযায়ী গভীর হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করা হবে। গভীর নলকূপের সিলিং পদ্ধতি সঠিক হতে হবে যাতে উপরস্থ পানির স্তরের আর্সেনিক দূষিত পানি নিম্নের গভীর Aquifer এর নিরাপদ পানির সাথে মিশে দূষিত করতে না পারে।

নতুন পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে পানির গণগতমান এর সাথে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানের বিষয়টি বিযুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানের সাথে নলকূপের পানির গুণগতমানের বিষয়টি বিযুক্তকরণ সম্পর্কিত গাইড লাইন (Guidelines and Recommendation on delinking Contractor's Payments for Water Quality Results) অত্র দপ্তরের স্মারক নং ৪২১৬(১২০), তারিখ: ২৩/০৪/২০১৩ মোতাবেক জারী করা হয়েছে। উক্ত গাইড নিম্নে বর্ণিত হলো:-

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা অফিস এলাকা ভিত্তিক পানির উৎসের প্রযুক্তি চিহ্নিত করবে। অতঃপর জেলা অফিস ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড ভিত্তিক নলকূপের গড় গভীরতা নির্ণয় করবে। এক্ষেত্রে কোন জটিলতা/ সমস্যা দেখা দিলে সার্কেল পর্যায়ে নিরসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সমস্যাটি সার্কেল পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মাধ্যমে অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ভিত্তিক গড় গভীরতার ভিত্তিতে দরপত্র দলিল প্রণয়ন করতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদেরকে অতীষ্ট গভীরতার বিষয়টি অবগত করতে হবে।

৩. নির্দিষ্ট নলকূপের গভীরতা অতীষ্ট গভীরতার $\pm 10\%$ গ্রহণ করা যাবে। তবে পরিমাপকৃত ও রেকর্ডকৃত গভীরতার মধ্যে যেন কোন তারতম্য না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

- ক) স্ট্রেইনার সঠিক গভীরতায় বসানো;
- খ) নলকূপের উন্নয়ন ও প্লাটফর্ম নির্মাণ;
- গ) সঠিকভাবে পানির নমুনা সংগ্রহ এবং ফিল্ড কিটের দ্বারা আর্সেনিক টেস্ট;
- ঘ) আইডি প্লেট স্থাপন;
- ঙ) সকল রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও অধিদপ্তরের MIS/GIS ইউনিটে প্রেরণ।

৫. অতীষ্ট গভীরতায় স্থাপিত যে সকল নলকূপের পানির গুণগতমান গ্রহণযোগ্য হবে না ঐ সকল নলকূপের জন্য এডিপিতে পৃথক বরাদ্দ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্থান নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে না। তবে বিষয়টি ওয়াটস্যান কমিটিকে অবহিত করতে হবে এবং এর জন্য সহায়ক চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে।

৬. প্রতি অর্ধবছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পানির উৎস স্থাপনের কাজ শুরুর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে যথাযথ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মাধ্যমে এর গুণগতমান নিশ্চিত করা যায়।

পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত গাইডলাইন

পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত গাইডলাইন (Guidelines and Recommendation on the Process of Testing Water Quality in DPHE Laboratories for newly Installed Water Points) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। লাইন নিম্নে বর্ণিত হলো:-

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স সার্কেল (WQMSC)-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত সকল পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ অর্থ বছরের শুরুতেই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিতব্য পানির উৎসের সংখ্যা সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স সার্কেলের (WQMSC) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী-কে অবহিত করবেন। স্থাপিতব্য উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (HPD বোতল সহ) অর্থ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দ করা হবে। নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল ব্যয় প্রকল্প হতে নির্বাহ করা হবে।

৩. মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের চাহিদার ভিত্তিতে WQMSC কর্তৃক নমুনা সংগ্রহের জন্য Acidified/ non acidified HDP বোতলসহ সরবরাহ করা হবে যা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপজেলা অফিসে বিতরণ করবেন। উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেকানিকগণের সহায়তায় যথাযথভাবে নমুনা সংগ্রহ করে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ

করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী পরীক্ষার জন্য আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য নমুনা সংগ্রহের বোতলে অবশ্যই “Water Point ID” এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাপকৃত গভীরতা লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৪. নমুনা সংগ্রহের সময় ফিল্ড টেস্ট কিট দ্বারা মেকানিকগণ পানির গুণগতমান বিশেষত: আর্সেনিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করবেন। প্রাপ্ত ফলাফল উপজেলা অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. পরিকল্পনা সার্কেল নতুন ডিপিপি প্রণয়নকালে স্থাপিত পানির উৎসের পানির নমুনা সংগ্রহ ও গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখবে এবং গুণগতমান পরীক্ষার জন্য নলকূপ মেকানিক-কে প্রয়োজনীয় ব্যয় (সম্মানী/ ভাতা) পরিশোধের পদ্ধতি প্রণয়ন করবে। এছাড়া পরীক্ষিত পানির উৎসের মধ্য হতে ৫%-১% পানির উৎসের গুণগতমান পুনঃপরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সংস্থান রাখবে।

৬. আঞ্চলিক ল্যাবরেটরী পানি পরীক্ষার সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অফিস ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে তথ্যাদির কপি প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী উক্ত সকল তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এমআইএস ইউনিটে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত তথ্য অবশ্যই WPID অনুযায়ী হতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী হতে প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

Contribution money

Sl. No	Technological Option Of Rural Water Supply	Approximate Cost(Taka) of Installation	Contribution money for the option from the Users (Taka)
1	Shallow Tubewell	22000	1500.00
2	Deep Tubewell (No. 6 Pump)	82000	7000.00
3	Tara (Shallow)	36000	2500.00
4	Tara (Deep)	93000	7000.00
5	Ring Well	90000	3500.00
6	Pond Sand Filter (PSF)	66000	4500.00
7	SST/VSST	23000	2500.00
8	Rain water Harvesting System	42000	1500.00

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

- ১। আবেদনকারীর নাম :
- পিতার নাম :
- মাতার নাম :
- বর্তমান ঠিকানা :
- স্থায়ী ঠিকানা :
- ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও
মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) :
- পেশা :
- ২। কি ধরনের তথ্য
(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) :
- ৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী (ছাপানো/
ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/
সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) :
- ৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা :
- ৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :
- ৬। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা :
- ৭। আবেদনের তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

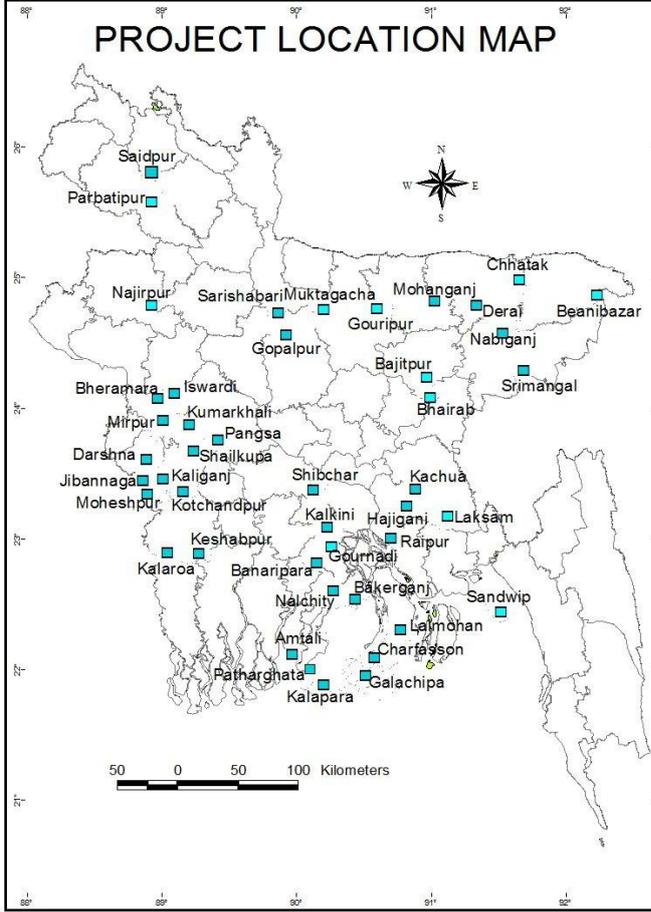
আপীল আবেদনপত্র

- ১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : -----
- ২। আপীলের তারিখ : -----
- ৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ
আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) : -----
- ৪। যার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ
আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) : -----
- ৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : -----
- ৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংস্কৃত
হবার কারণ (যদি থাকে) : -----
- ৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি : -----
- ৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন : -----
- ৯। অন্য কোন তথ্য যা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য
আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন : -----

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

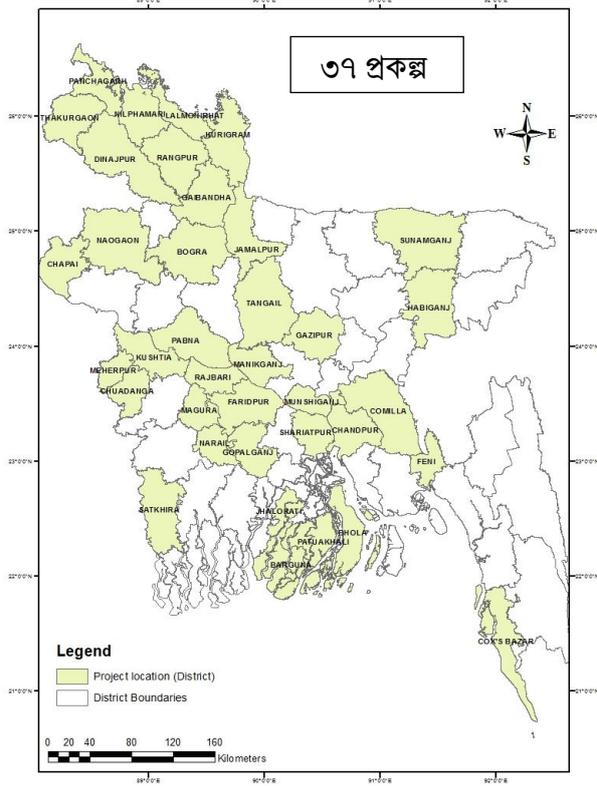
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পসমূহের আওতাভুক্ত জেলা ও পৌরসভাসমূহের ম্যাপ:

প্রকল্পের নামঃ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব)।



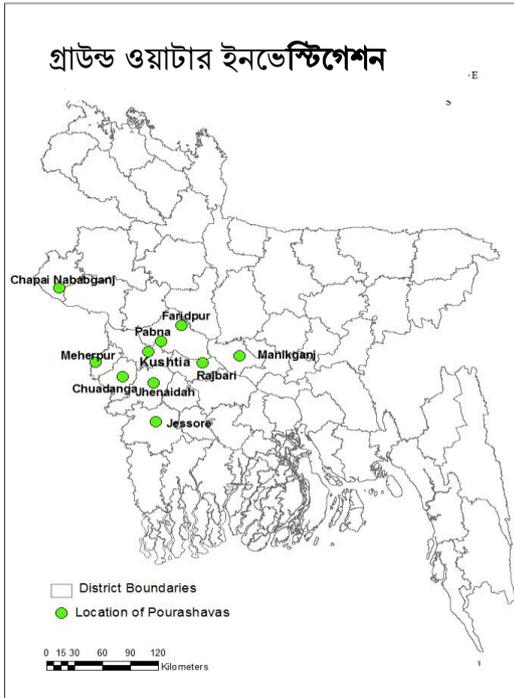
ক্রমিক নং	জেলা	পৌরসভা	ক্রমিক নং	জেলা	পৌরসভা
১	বরিশাল	বানারীপাড়া	২৪	মাদারীপুর	শিবচর
২	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	২৫	রাজবাড়ী	পাংশা
৩	বরিশাল	গৌরনদী	২৬	চুয়াডাঙ্গা	দর্শনা
৪	বরগুনা	আমতলী	২৭	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
৫	বরগুনা	পাথরঘাটা	২৮	যশোর	কেশবপুর
৬	ভোলা	চর ফ্যাশন	২৯	বিনাইদহ	কালীগঞ্জ
৭	ভোলা	লাল মোহন	৩০	বিনাইদহ	কোট চাঁদপুর
৮	বালকাঠি	নলছিটি	৩১	বিনাইদহ	মহেশপুর
৯	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৩২	বিনাইদহ	শৈলকুপা
১০	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	৩৩	কুষ্টিয়া	ভেড়া মারা
১১	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	৩৪	কুষ্টিয়া	কুমারখালী
১২	চাঁদপুর	কচুয়া	৩৫	কুষ্টিয়া	মিরপুর
১৩	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	৩৬	সাতক্ষীরা	কলারোয়া
১৪	কুমিল্লা	লাকসাম	৩৭	নওগা	নাজিরপুর
১৫	লক্ষীপুর	রায়পুরা	৩৮	পাবনা	ঈশ্বরদী
১৬	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৩৯	দিনাজপুর	পার্বতীপুর
১৭	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	৪০	নীলফামারী	সৈয়দপুর
১৮	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	৪১	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ
১৯	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	৪২	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
২০	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৪৩	সুনামগঞ্জ	দিরাই
২১	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	৪৪	সুনামগঞ্জ	ছাতক
২২	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	৪৫	সিলেট	বিয়ানীবাজার
২৩	মাদারীপুর	কালকিনি			

প্রকল্পের নামঃ ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প।



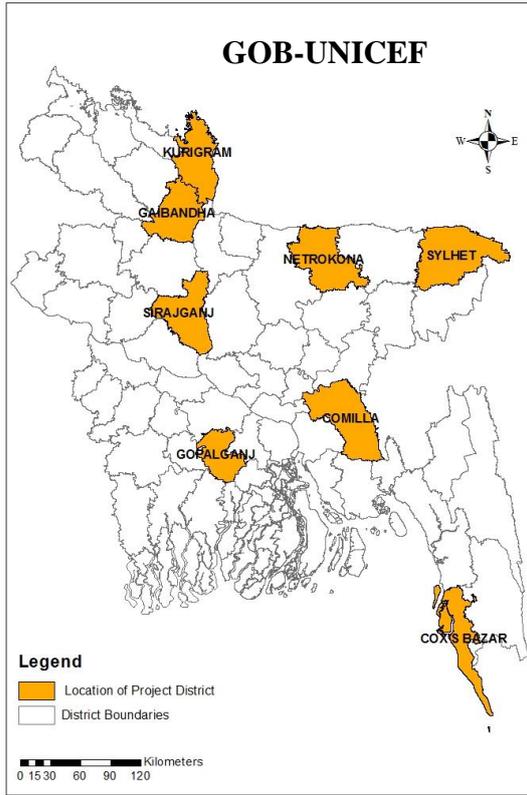
ক্রমিক নং	জেলা	ক্রমিক নং	জেলা
১	ফরিদপুর	২০	নীলফামারী
২	শরীয়তপুর	২১	গাইবান্ধা
৩	গোপালগঞ্জ	২২	ঠাকুরগাঁও
৪	রাজবাড়ী	২৩	পঞ্চগড়
৫	মুন্সীগঞ্জ	২৪	লালমনিরহাট
৬	টাঙ্গাইল	২৫	পাবনা
৭	গাজীপুর	২৬	নওগাঁ
৮	মানিকগঞ্জ	২৭	নবাবগঞ্জ
৯	জামালপুর	২৮	বালকাঠি
১০	কক্সবাজার	২৯	ভোলা
১১	ফেনী	৩০	বরগুনা
১২	কুমিল্লা	৩১	পটুয়াখালী
১৩	চাঁদপুর	৩২	মাগুরা
১৪	হবিগঞ্জ	৩৩	নড়াইল
১৫	সুনামগঞ্জ	৩৪	মেহেরপুর
১৬	রংপুর	৩৫	সাতক্ষীরা
১৭	বগুড়া	৩৬	কুষ্টিয়া
১৮	কুড়িগ্রাম	৩৭	চুয়াডাঙ্গা
১৯	দিনাজপুর		

প্রকল্পের নামঃ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ।



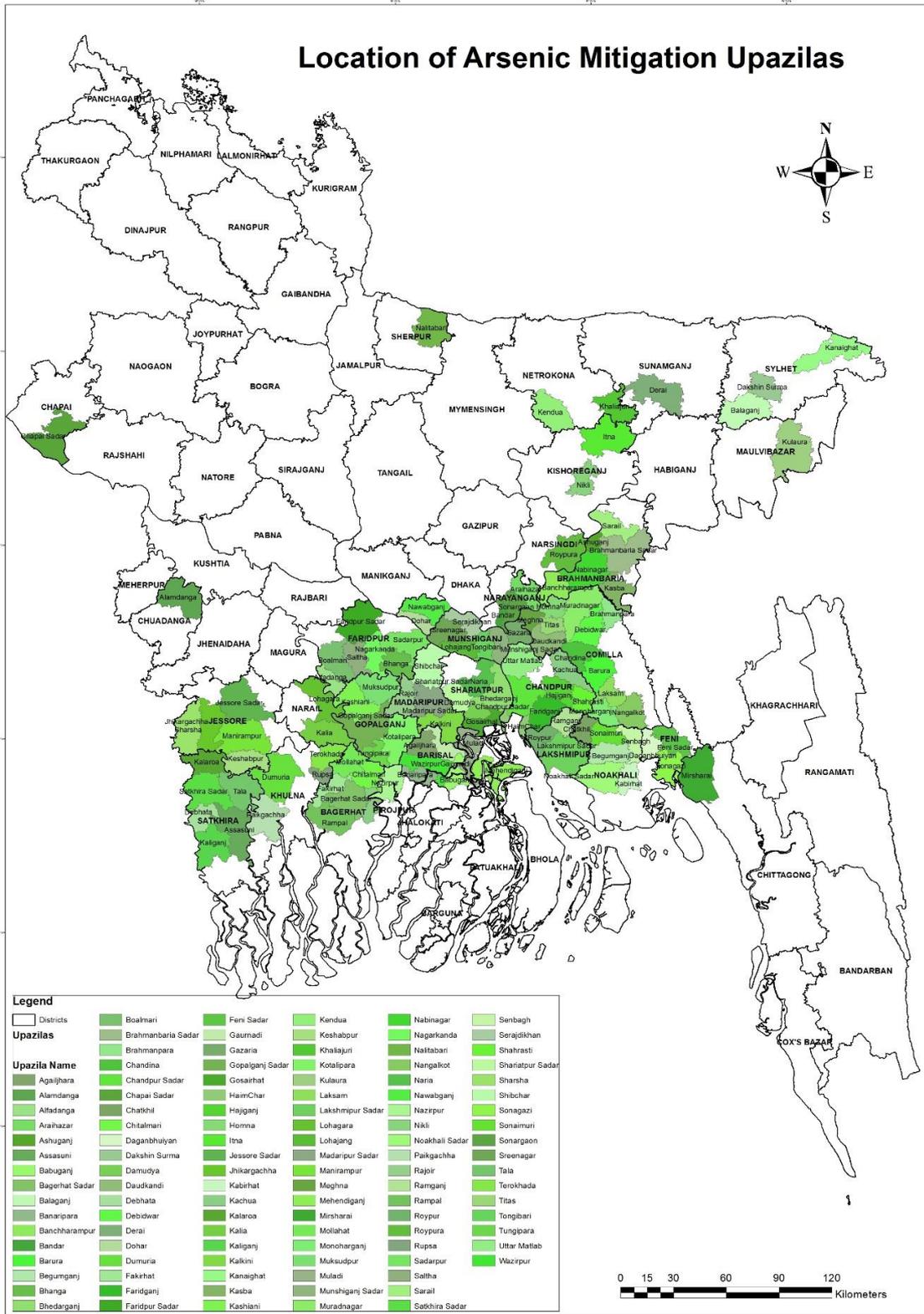
ক্রমিক নং	জেলা	পৌরসভা
১	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
২	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
৩	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
৪	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
৫	যশোর	যশোর সদর
৬	বিনাইদহ	বিনাইদহ সদর
৭	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
৮	মেহেরপুর	মেহেরপুরসদর
৯	চাপাই নবাবগঞ্জ	চাপাই নবাবগঞ্জ সদর
১০	পাবনা	পাবনা সদর

প্রকল্পের নামঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প।



ক্রমিক নং	জেলা
১	গোপালগঞ্জ
২	নেত্রকোনা
৩	গাইবান্ধা
৪	কুড়িগ্রাম
৫	সিরাজগঞ্জ
৬	সিলেট
৭	কুমিল্লা
৮	কক্সবাজার

প্রকল্পের নামঃ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।

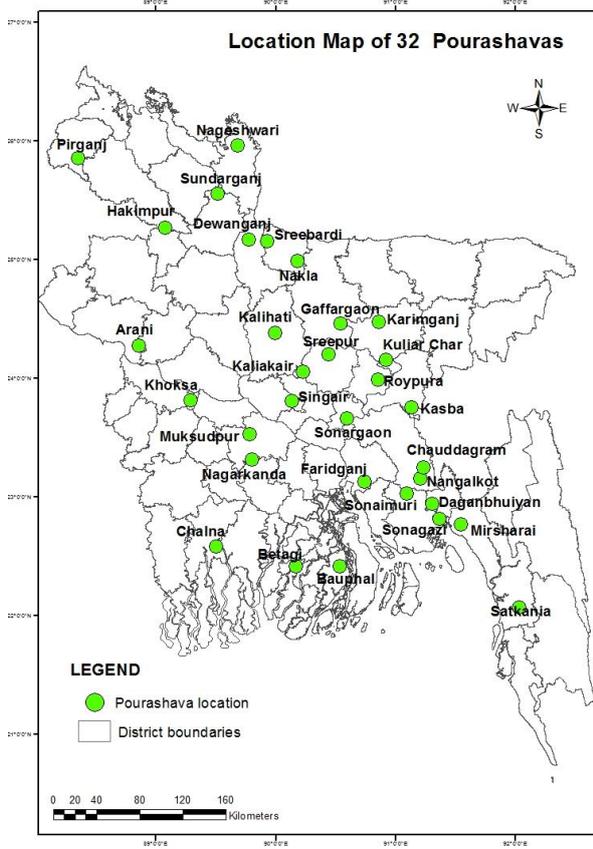


প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।



জেলা	পৌরসভা
ঢাকা	দোহার
ঢাকা	ধামরাই
নোয়াখালী	চাটখিল
নোয়াখালী	বসুবহাট
রাজশাহী	গোদাগাড়ী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ
বগুড়া	শেরপুর
দিনাজপুর	বীরগঞ্জ
যশোর	মণিরামপুর
যশোর	বেনাপোল
চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা
কুড়িগ্রাম	উলিপুর
সিলেট	কানাইঘাট
হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
সুনামগঞ্জ	শাজেসাংগঞ্জ
সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর
বরিশাল	মুলাদী
ফরিদপুর	বোয়ালমারী
নরসিংদী	মাধবদী
ব্রাহ্মনবাড়িয়া	নবীনগর
টাঙ্গাইল	ঘাটাইল
সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি
গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ

প্রকল্পের নামঃ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।



ক্রঃ নং	বিভাগ	সার্কেল	জেলা	পৌরসভা		
১	বরিশাল	বরিশাল (২/২)	বরগুনা	বেতাগী		
২			পটুয়াখালী	বাউফল		
৩	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম (৬/৯)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা		
৪			চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ		
৫			চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	মীরসরাই	
৬					সাতকানিয়া	
৭			কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম		
৮			নাঙ্গালকোট			
৯			ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	
১০					দাগনভূঞা	
১১					নোয়াখালী	সোনাইশুড়ি
১২			রংপুর	রংপুর (৪/৪)	দিনাজপুর	হাকিমপুর
১৩					কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী
১৪	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ				
১৫	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ				
১৬	ঢাকা	ঢাকা (৫/৬)			গাজীপুর	কালিয়াকৈর
১৭			শ্রীপুর			
১৮			মানিকগঞ্জ	সিংগাইর		
১৯			নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও		
২০			নরসিংদী	রায়পুরা		
২১		টাঙ্গাইল	কালিহাতি			
২২		ময়মনসিংহ (৪/৬)	ময়মনসিংহ	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	
২৩				কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	
২৪				কুলিয়ারচর		
২৫				ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	
২৬		শেরপুর	শেরপুর	শ্রীবদী		
২৭				নকলা		
২৮		ফরিদপুর (২/২)	ফরিদপুর	ফরিদপুর	নগরকান্দা	
২৯	গোপালগঞ্জ			মুকসেদপুর		
৩০	রাজশাহী	রাজশাহী (১/১)	রাজশাহী	আড়ানী		
৩১	খুলনা	খুলনা (২/২)	খুলনা	চালনা		
৩২			কুষ্টিয়া	খোকসা		

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ

- ১) জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
ফোনঃ ০২-৫১৩০৭৫২; ই-মেইলঃ ce.dphe@gmail.com
- ২) জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪৩৩৬১; ই-মেইলঃ adlce.planning@dphe.gov.bd.
- ৩) জনাব মোঃ আনোয়ার ইউসুফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৩০৭৪৯; ই-মেইলঃ se.pc@dphe.gov.bd.
- ৪) শর্মিষ্ঠা দেবনাথ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জরীপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৩০৫২৪; ই-মেইলঃ ee.sir@dphe.gov.bd.
- ৫) জনাব খন্দকার এ এইচ মাহমুদ, প্রোগ্রামার, জি আই এস ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
ফোনঃ ০২-৫৮৩১৩৮৯৬; ই-মেইলঃ postbox0191@yahoo.com

প্রকাশনায়

জরীপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।



www.dphe.gov.bd